আশুতোষের ছাত্রজীবন

Approved as a Text-book for High School Classes by the D.P.I., Bengal (*Vide* Calcutta Gazette, November 12, 1925)

আশুতোষের ছাত্রজীবন

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক, এম. এ.,

প্রণীত

ও

রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বাহাদুর, ডি., লিট্‌.,

লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা আর্ট প্রেস

১৯২৬

 [মূল্য এক টাকা

সিনেট হাউস, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোঃ লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

PRINTED BY N. MUKHERJEE, B. A
AT THE ART PRESS, 31, CENTRAL AVENUE, CALCUTTA

উৎসর্গ

যাঁহাদের জীবন গড়িয়া তুলিবার অবিচ্ছিন্ন চেষ্টায়
আশুতোষ জীবন দিয়াছেন,
এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাদের শুভসাধনসঙ্কল্পে
তিনি বীরের ন্যায় মহাযুদ্ধ করিতে করিতে
প্রাণপাত করিয়া গেলেন,
সেই বঙ্গদেশের তরুণগণ—যাঁহারা আশুতোষের প্রাণপ্রিয়
এবং আমাদের জাতীয় আশা-ভরসা,
তাঁহাদেরই হস্তে
"আশুতোষের ছাত্রজীবন"
সস্নেহে প্রদত্ত হইল।

নিবেদন

আদর্শ ছাত্র আশুতোষের ছাত্রজীবনের অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত ঘটনাবলী এতদিন পরে প্রকাশিত হইল। ইংরাজী ১৯০৮ সনে এই পুস্তক রচিত হয়, তখন ও পুনরায় ১৯২১ সনে ইহা প্রকাশের উদ্যম হয়, কিন্তু দূরদর্শী মহামতি স্যর আশুতোষ নানা কারণে তাহাতে অনভিমত প্রকাশ করেন। সুতরাং ইহার প্রকাশ স্থগিত হইয়া যায়।

এই পুস্তকবর্ণিত সমুদয় ঘটনা, ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রভৃতি সমস্তই আমি স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। একটী কথাও জানিবার নিমিত্ত আমাকে অন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই। আশুতোষের বালক বয়সের কোন ফটোগ্রাফ নাই। তৎকালে এখনকার ন্যায় ঘন ঘন ছবি তুলিবার প্রথা ছিল না। সুতরাং তাঁহার বাল্যজীবনের ও কিশোর বয়সের সমস্ত ইতিহাসের সহিত একখানিও ফটোগ্রাফ দিতে না পারিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত।

যে যুবক সদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অক্লান্তকর্ম্মা আশুতোষের ছাত্রজীবনের কল্যাণকর ঘটনাবলী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাঁহার পক্ষে শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী।

সময়ের অভাব, কর্ম্মের দুরূহতা ও কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বা দায়িত্ব আশুতোষকে রেখামাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহার বিমল ও গৌরবমণ্ডিত জ্বলন্ত আদর্শ এদেশ-বাসী ছাত্রসম্প্রদায়কে কর্ম্মে ও কর্ত্তব্যে প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে এই আশায় এই পুস্তকের প্রচার।

এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., মহাশয় ও তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., মহাশয় আমাকে নানারূপে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই অনুগ্রহের নিমিত্ত আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ. ডি., মহাশয় যত্নের সহিত এই পুস্তকের সমুদয় অংশ দেখিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সাগ্রহে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন ও একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

সিনেট হাউস, কলিকাতা
১১ই জুলাই, ১৯২৪

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

"আশুতোষের ছাত্রজীবন" প্রথম মুদ্রণের চারিমাস মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা কেবল মহাপুরুষের জীবনকথার আলোচনায় বাঙ্গালীর অনুরাগেরই পরিচায়ক।

এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইয়াছে এবং তিনখানি নূতন চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বইখানিকে সুন্দর ও সাধারণের উপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি এই নূতন সংস্করণও পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট আদৃত হইবে।

সিনেট হাউস, কলিকাতা
১০ই নভেম্বর, ১৯২৪

গ্রন্থকার

ভূমিকা

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক বিরচিত হয়—তারপর যখন ইহা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকার সচেষ্ট হন, তখন আমি একবার ইহার ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। স্যর আশুতোষ এই পুস্তক প্রকাশে অনভিমত প্রকাশ করেন। তিনি নিজ-জীবনের জয়ডঙ্কা ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং মহাকর্ম্মীর এই নিষেধ-বাণীতে গ্রন্থকার তাঁহার বহুযত্নে লিখিত পুস্তকখানি প্রকাশ চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া পড়েন। পুস্তকখানি আশুতোষ স্বয়ং লইয়া গিয়া তাঁহার সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে আদত পুস্তকখানির এখনও উদ্ধার হয় নাই, সেই সঙ্গে আমার পূর্ব্বলিখিত ভূমিকাটিও অন্তর্হিত হইয়াছে। পুস্তকের একখানি খস্‌ড়া গ্রন্থকারের নিকট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থকার এই পুস্তকবর্ণিত অনেক কথাই স্যর আশুতোষের মুখে শুনিয়াছিলেন, ইহাই এ গ্রন্থের

বিশেষত্ব। এই মহাপুরুষের জীবনীলেখকগণের মধ্যে আর কেহই এরূপ সৌভাগ্য এবং সুবিধার দাবী করিতে পারিবেন না। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা ও কৌতুকজনক ঘটনার সমাহারে এই বইখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তাহা তাহাদের বিচিত্রতা ও অভিনবত্বে আশুতোষকে নূতন করিয়া দেখাইবে। গ্রন্থকার চিত্রকরের মত বালক আশুতোষের পর পর যে সকল ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই কৌতূহলের উদ্রেক করিবে।

শিশু আশুতোষ পুকুরের ধারে নিবিষ্ট মনে বসিয়া শিশিতে লাল নীল প্রভৃতি বিবিধ রঙ্গের জল ভর্ত্তি করিয়া তাঁহার পিতার ডাক্তারির অভিনয় করিতেছেন,—স্কুলে প্রবেশ করিয়াই শিশুকলকাকলীপূর্ণ গৃহটিকে দেখিয়া যাত্রার আসর বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, কখনও হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথকে দেখিয়া নিজে হাই-কোর্টের বিচারপতি হইবেন মনে মনে এই সঙ্কল্প করিতেছেন, এইরূপ কত ছবি পুস্তকখানির প্রথমাঙ্কে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মথুরায় যাইয়া তিনি পীড়িত অবস্থায় দৈনিক তিন সের দুগ্ধ ও মাখন খাইয়া হজম করিতেন, এ কথা অবশ্য সুস্থ ও সবলদেহ আশুতোষের পক্ষে খুব

বিস্ময়কর নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালক আশুতোষের অসাধারণ মেধা ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে এক-খানি "রবিন্‌সন্ ক্রুসো" উপহার দিয়াছিলেন, এ কথাই বা কে জানিত ?

গ্রন্থকার অতুল বাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে আশুতোষ বাল্যকালে "মুখচোরা" ছিলেন। উত্তর-কালে যে ব্যক্তির মুখের দাপটে কত শত পুরুষসিংহের গর্জ্জন নিরস্ত হইয়া যাইত, বাল্যকালে যে সে ব্যক্তি "মুখচোরা" ছিলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ? সাউথ সুবারবণ স্কুলে পড়িবার সময় পিতা গঙ্গাপ্রসাদ যেদিন যেদিন আশুতোষ ক্লাসে প্রথম থাকিতেন, সেদিন সেদিন তাঁহাকে এক টাকা পুরস্কার দিতেন, দ্বিতীয় হইলে সেদিন আট আনা দিতেন। আশুতোষ বৎসরের অধিকাংশ দিনেই এইভাবে দৈনিক এক টাকা পুরস্কার পাইতেন, ক্বচিৎ আট আনা পাইতেন। পড়িবার সময় তাঁহার গণিতের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ থাকিলেও তিনি টমসনের বহু কবিতা ও মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের কোন কোন অঙ্ক অনর্গল আওড়াইয়া যাইতে পারিতেন।

বস্তুতঃ এই জীবনী আদর্শ ছাত্রজীবনী। যিনি

জ্ঞানার্জ্জন করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, তাঁহার পক্ষে এই জীবনীখানি অমূল্য, ইহার প্রতি ছত্র হইতে ছাত্রগণ অভিনব প্রেরণা পাইবেন। আশুতোষ কোনকালেই নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। যে পিতার নাম স্মরণ করিলে তাঁহার চিত্তে ভক্তির বান বহিয়া যাইত, যিনি তাঁহার স্নেহময় পুত্রের জীবনটি এরূপ মনের মত করিয়া অপূর্ব্বভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃদেবকেও বঞ্চনা করিয়া তিনি নিদ্রার ভাণ করিয়া পুনরায় প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে বসিতেন এবং রাত্রি শেষ করিয়া ফেলিতেন। এই অদম্য কর্ম্মশীলতার জন্য জীবনে তিনি অনেকবার সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

এই বহুকর্ম্মচঞ্চল, অবিচ্ছিন্ন-আদর্শমূলক জীবন ত আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যেরূপ দেখিয়াছি, এরূপ ত আর দ্বিতীয়টি দেখিব না। তাঁহার বিশাল কর্ম্মজীবন মনে পড়িলে হঠাৎ কল্পনা হয়, এই যে চণ্ডীতে সহস্র-হস্ত মাতৃমূর্ত্তির কথা পড়িয়াছি কিম্বা গীতায় সহস্রশীর্ষ পুরুষবরের কথা শুনিয়াছি—সে সকল বুঝি এইরূপ অসামান্য কর্ম্মী, অসামান্য মেধাশীল কোন মহাপুরুষের জীবন্ত মূর্ত্তি হইতে পরিকল্পিত হইয়াছিল।

আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন, যাঁহার ভুজাশ্রয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৃহৎ কর্ম্মশালায় শিশুর মত নিদ্রিত ছিলাম—তাঁহার তিরোধানে আজ আমরা হঠাৎ জাগ্রত হইয়া নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও নিঃসহায়তাই বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। ডিরেক্টার ক্রফ্ট্ সাহেব তাঁহাকে সরকারী চাকরি দিতেছিলেন। বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকের পক্ষে যাহা দিল্লিকা লাড্ডু, আশুতোষকে অযাচিতভাবে ক্রফ্ট্ সাহেব স্বয়ং সেই লাড্ডু হাতে হাতে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আশুবাবু তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, ডিরেক্টারের কথিত চাকরির নিয়মে তিনি স্বীকৃত হইতে পারিলেন না,—এইখানে আমরা প্রথমতঃ তাঁহার সেই তেজোদৃপ্ত বিক্রান্ত মূর্ত্তি দেখিলাম, যাহা শেষ জীবনে তাহাকে "বাঙ্গালার ব্যাঘ্র" নামে সুপরিচিত করিয়াছিল। গণিতের ছেঁড়া দুইখানি পুঁথির জন্য নবযুবক আশুতোষ জাষ্টিস ওকেনেলির সঙ্গে আড়া-আড়ি করিয়া তাহাদের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে উত্তরজীবনে তাঁহার অতুলনীয় লাইব্রেরীর পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের পুস্তক সংগ্রহের ইতিহাসটীর আভাস জানিতে পারা যায়।

সেই বিরাটগুম্ফশোভিত, সর্ব্বজন-আনন্দদায়ক, সর্ব্বজনশ্রদ্ধাকর্ষক মুখমণ্ডল, যাহার ভ্রূকুটি প্রবল শত্রু-দিগকেও ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া দিত, সেই তেজোদৃপ্ত পাদক্ষেপ, যাহার নির্ভীক নিশ্চিন্ত সুমন্দগতিতে সমস্ত দ্বারাভাঙ্গা গৃহটি এবং বিশাল হাইকোর্টের প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিত, তাহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যিনি চলিলে মনে হইত যেন অচল চলিয়াছে, যিনি কথা বলিলে মনে হইত যে শত শত বজ্রনিনাদ হইতেছে, যাঁহার হৃদয় ছিল করুণার ফুল্ল কমলকানন, দ্রুতগতি সময়ও যাঁহার বহু কর্ম্মের তালিকা রাখিতে হার মানিয়া যাইত, সেই মহাকৃতী বিরাটকায় মহামনস্বী পুরুষবরের ছাত্রজীবন জানিবার বিষয় বটে।

এই মহা আলোকস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া হে বাঙ্গালার তরুণ যুবক, তোমার ভাবী জীবনের পথ দেখিয়া লও। অসাড় ও জড়তাপূর্ণ বাঙ্গালী জীবনে যিনি নিজ কর্ম্মক্ষেত্র নিজে গড়িয়া লইতে পারিয়া-ছিলেন—পাহাড় যেরূপ প্রবল প্রভঞ্জনকে বক্ষে পাতিয়া অটল ভাবে নিজের সাধনানন্দে স্থির থাকে—সেইরূপ অসীম সাহস-সহিষ্ণুতায় যিনি সমস্ত প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন

ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের কর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের নিকট অনুপ্রাণনা চাও, দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে বল চাও, নিরাশার সময় আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া তাঁহার নিকট করজোড়ে সে দীপ না নিবিয়া যায় এই বর প্রার্থনা কর। হে ভারতীর সেবক, হে দেশের কল্যাণকামি, হে বিজ্ঞানশিক্ষার্থি, ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যাপথের পথিক, বাঙ্গালার পুরুষ-সরস্বতীর পাদ-পীঠে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর—তাঁহার বাল্যজীবনের এই ইতিহাসটি অমূল্য,—জীবনযাত্রার পথে এই 'পকেট-বুক'টি হারাইয়া ফেলিও না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সিনেট হাউস, কলিকাতা
২৭শে আষাঢ়, ১৩৩১

সূচীপত্র

পত্রাঙ্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন ... ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাবস্থা ; স্কুল ... ২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলেজ ; এফ্. এ. পরীক্ষা ... ৩২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বি. এ. পরীক্ষা ... ৫৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এম. এ. ও ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্ পরীক্ষা ; মৌলিক তথ্যানুসন্ধান ... ৭৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ ... ১০২

পরিশিষ্ট

কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত আভাস ... ১১৬

চিত্র-তালিকা

১। ভাইস-চান্সেলার বেশে আশুতোষ (ত্রিবর্ণ)

২। আশুতোষ (২৪ বৎসর বয়সে)

৩। স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

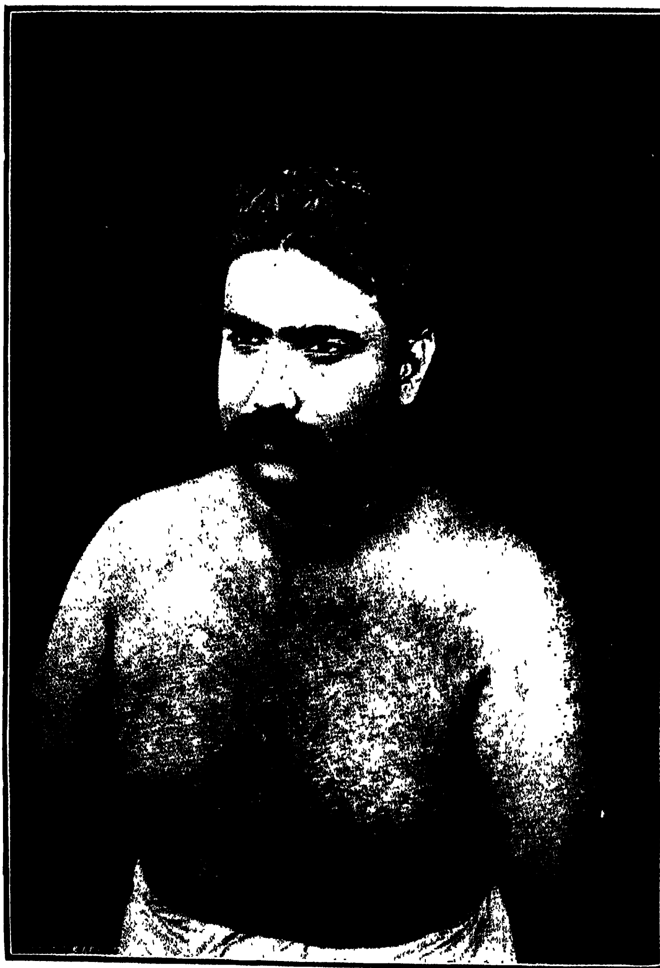
৪। স্বর্গীয়া জগত্তারিণী দেবী

৫। ভাইস-চান্সেলার বেশে আশুতোষ

৬। আশুতোষ (১৯০৮ খৃষ্টাব্দে)

৭। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

৮। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বেশে আশুতোষ



আশুতোষ (২৪ বৎসর বয়সে)

আশুতোষের ছাত্রজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পশ্চিমোপকূলে হুগলি জেলায় জীরাট-বলাগড় নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

সূচনা।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে এখনকার ন্যায় বৎসরব্যাপী দুঃখ-দুর্দ্দশায় বঙ্গবাসী পীড়িত ছিল না। তাহাদের অভাবও অল্প ছিল, সংসারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও তখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। তাহারা আধুনিক সভ্যতার বহুবিধ অনাবশ্যক বিলাসোপকরণের সংবাদ অবগত ছিল না। গ্রামবাসীরা কলনাদিনী ভাগীরথীর

পবিত্র সলিলে অবগাহন করিত, আর সরল মনে প্রসন্নচিত্তে সংসারের কাজ করিয়া যাইত। গ্রামবহির্ভূত কোন স্থানের সংবাদ তাহারা রাখিত না।

বালক গঙ্গাপ্রসাদ এই সাধারণ নিয়মের বিপরীত আচরণ করিলেন। গুরু মহাশয়ের নিকট পাঠ শেষ করিবার পর তাঁহার বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ হইল। অতৃপ্ত জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহায় প্রণোদিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতা আগমন করিলেন।

সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরী বহুবিধ বিচিত্র শোভায় সুশোভিত। উভয় পার্শ্বে ছায়াবহুল বিটপিশ্রেণীযুক্ত কত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী, বালকগণের হাস্যকোলাহলমুখর ক্রীড়াক্ষেত্র, সোপানরাজিবিরাজিত বাপী, অগণিত বিদ্যামন্দির এখন কলিকাতার শোভা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহার এ সম্পদ কিছুই ছিল না। স্থানে স্থানে জঙ্গল, বাসের অযোগ্য গৃহ, অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় রাস্তাঘাট—কলিকাতা তখন সকল প্রকার ব্যাধির লীলাক্ষেত্র ছিল। এখানে আসিলে সকলকেই একবার পেটের অসুখে ভুগিতে হইত। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অনেককেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইত।

যাহারা আসিত, তাহারা ইহা জানিয়াই আসিত। গঙ্গা-প্রসাদও এই সকল অসুবিধার কথা কতক কতক শুনিয়াছিলেন, তথাপি কলিকাতা আসিলেন। তিনি সামান্ত কষ্টে দমিবার মত বালক ছিলেন না। কলিকাতা আসিয়া বহু চেষ্টার পর হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং যথাকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিলেন।

পিতার চরিত্রের বিশেষত্ব।

গঙ্গাপ্রসাদের সদ্‌গুণরাশির মধ্যে একাগ্রতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন, সহজে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। তৎ-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় জানিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। 'ভাল ক'রে শেখা চাই,' ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

ইদানীং বঙ্গসমাজে যে স্রোত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রবল আকর্ষণে বাঙ্গালীর পরের জন্য ভাবিবার আর অবকাশ নাই। তাহার সমস্ত শক্তি ও চিন্তা আপনার ভাবনাতেই পর্য্যবসিত। কিন্তু সে যুগে লোকের মন অন্যরূপ ছিল। অন্নচেষ্টায় এখনকার

ন্যায় এমন করিয়া ঘুরিতে হইত না। তখন পরের উপকার করা বাঙ্গালী জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিত। আর্ত্তের বিপন্নিবারণ ও পীড়িতের সেবায় তাহাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইত।

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গঙ্গাপ্রসাদ ইচ্ছা করিলে অনেক বড় সরকারী চাকরি করিতে পারিতেন। সে কালে যাঁহারা বি. এ. পাশ করিতেন, আধুনিক যুগের অতি লোভনীয় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য তাঁহাদের বিশেষ আয়াসলভ্য ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদ সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন সোমবার

জন্ম।

অতি প্রত্যূষে বৌবাজার মলঙ্গা লেনে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দুই বৎসর,—গঙ্গাপ্রসাদের ছাত্রাবস্থায়, অনেক সময় শিশু আশুতোষ তাঁহার মাতার সহিত কাঁসারিপাড়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। তাঁহার মাতুল পণ্ডিত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় তৎকালে সংস্কৃত কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এবং

বহুদিন কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। শৈশবে আশুতোষ বড় রুগ্ন ও ক্ষীণদেহ ছিলেন, জননী বহুযত্নে লালন পালন করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপ্রসাদ এম্. বি. পরীক্ষায় অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার পক্ষে তখনও গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাওয়া কিছুই কঠিন ছিল না, তথাপি তিনি স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। কোথায় বসিবেন এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু ভবানীপুর তাঁহার ডাক্তারখানা খোলার উপযুক্ত স্থান এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিলেন। প্রসন্ন বাবু প্রথমে সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন, তৎপরে হাইকোর্টে কিছুদিন চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণনগর গমন করেন। ইনি কৃষ্ণনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং তথাকার বিদ্বজ্জনসমাজে তৎকালে সুপরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়াও অন্য এক সুবিধা নবীন ডাক্তারের ভবানীপুর ব্যবসায় স্থান নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে অনুকূল হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

পিতার ভবানীপুর গমন।

ইঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদের শ্বশুর চন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় ভবানীপুরে বাস করিতেন এবং তথায় সর্ব্বজন-পরিচিত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার একটী বৃহৎ ঔষধালয় ছিল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতার দক্ষিণভাগে ভবানীপুরে অবস্থান করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্প দিনেই তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও বিদ্যার খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার সুচিকিৎসায় অনেক রোগী দুরারোগ্য ও দুশ্চিকিৎস্য রোগমুক্ত হইতে লাগিল।

ডাক্তারী ব্যবসায়।

পিতার ডাক্তারখানা হইতে অনেক রোগী শিশিতে করিয়া ঔষধ লইয়া যাইত। কাহারও ঔষধের বর্ণ লাল, কাহারও সাদা, কাহারও বা হরিদ্রাভ, বালক আশুতোষ বসিয়া বসিয়া এই সব দেখিতেন। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহারও শিশিতে নানাবর্ণের জল ভরা এক খেলা হইল। সর্ব্বদাই কয়েকটী শিশি নানাবর্ণের জলে পূর্ণ করিতেছেন, একবার ফেলিয়া দিতেছেন, আবার জল ভরিয়া আহ্লাদে পূর্ণ হইতেছেন। এক দিন এই খেলায় বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। বালক আশুতোষ বাড়ীর সন্নিকট-

বাল্যক্রীড়ায় বিপদ।

বর্ত্তী পুকুরের বান্ধা ঘাটে বসিয়া খেলিতে খেলিতে জলে পড়িয়া যান। ভাগ্যক্রমে ডাক্তারখানার একটী চাকর দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তুলিয়া আনে। সেই অবধি ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ প্রথমে কিছুদিন রসা রোডে বাস করিবার পর তথা হইতে পদ্মপুকুর রোডে উঠিয়া গেলেন। এখানে আদিব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের অপর পার্শ্বে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে সবিশেষ বিস্তীর্ণ হইল। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তিনি তখন স্বোপার্জ্জিত অর্থে রসা রোডের উপর বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১লা বৈশাখ) নবনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বর্ত্তমান বাটীতে আগমন।

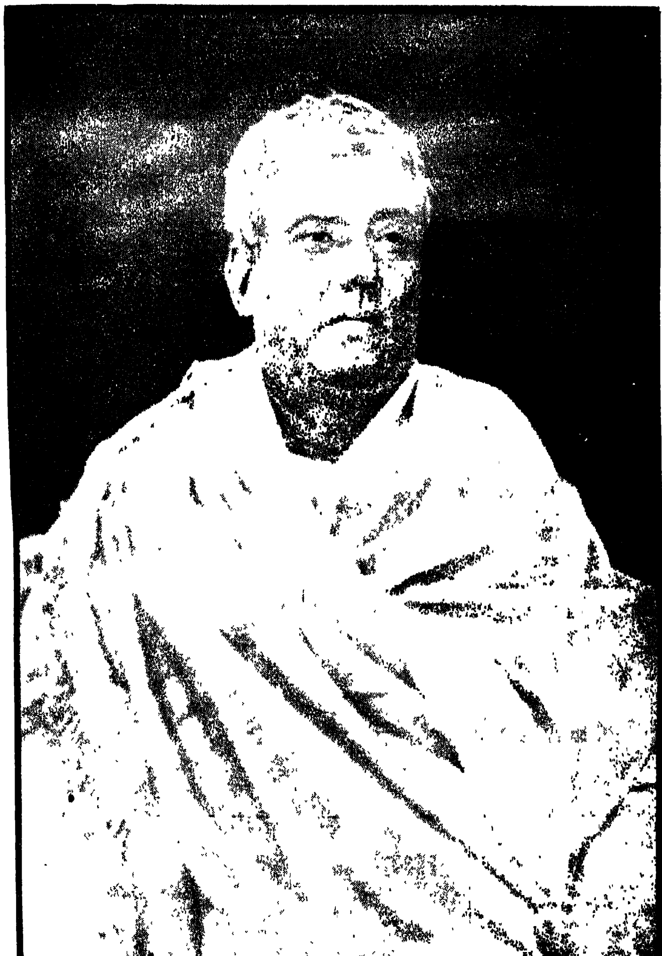
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের কর্ম্ম করিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি আপনার ব্যবসায়ে অল্পদিন মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেন এবং এই সময়ের ভিতরেই বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তকের নিতান্ত অভাব দেখিয়া তৎপরিপূরণে যত্নবান হইলেন। সর্ব্বদা যাঁহারা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাই

বহু কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শক্তি ও সময় কোনটীরই অভাবের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন পুস্তক লিখিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের 'চিকিৎসা-প্রকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ আদরণীয়।

বহুকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও গঙ্গাপ্রসাদ এক মুহূর্ত্তও পুত্রকে ভুলিয়া যাইতেন না। তাঁহার দৃষ্টি সতত বালক আশুতোষের উপর নিবদ্ধ থাকিত। ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড আকাশে নিক্ষেপ করিলে যেমন বায়ুর গতি অনায়াসে নির্ণয় করা যায়, তেমনি আশুতোষের বাল্যজীবনের সামান্য দুই একটী ঘটনা হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি গঙ্গাপ্রসাদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত পথে চালাইতে পারিলে এই বালকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।

গৃহে 'প্রথম ভাগ' শেষ করিবার পর পঞ্চম বৎসরে আশুতোষকে 'চক্রবেড়িয়া শিশু-বিদ্যালয়ে' ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। বালক প্রথম দিন স্কুল হইতে আসিয়াই কহিলেন, "আমি আর স্কুলে যাব না।" পিতা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আশুতোষ কহিলেন, "ও ত স্কুল নয়,

বিদ্যারম্ভ।



স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ও ত যাত্রা, আমি ওখানে যাব না।" আশুতোষ ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে পূজার সময় এক বাটীতে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন, তথায় গোলমাল দেখিয়া যাত্রাগানে কেবল গোলমাল হয়, তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল। নীলমণি মিত্র মহাশয়ের পূজার দালানে 'শিশু-বিত্যালয়' বসিত। সেখানে এক ঘরে সর্ব্বশ্রেণীর শিশুগণ নিজ নিজ পাঠে মন দিত; কাজেই গৃহখানি নানাবিহঙ্গসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদাই কোলাহলমুখর থাকিত। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া বিত্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া তিনখানি পৃথক ঘরে স্কুল বসাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে স্কুলে উপস্থিত হওয়ার প্রথম দিন হইতেই তাঁহার ভাল-মন্দ বিচার আরম্ভ হইল। উত্তর কালে বাঙ্গালাদেশের বিত্যালয়সমূহের ভাগ্যবিধাতা হইয়া যিনি উহাদিগকে প্রকৃতপথে চালিত করিয়াছিলেন, দেশে জ্ঞানবিস্তারের সর্ব্বপ্রধান সহায়রূপে যিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে যাঁহার মত সমগ্র ভারতে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত, সেই আশুতোষ, পঞ্চম বৎসর বয়সে, বিত্যামন্দিরে প্রবেশ

করিয়াই উহার অনুপযোগিতা বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে পিতা তাঁহাকে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে শিখাইলেন। আশুতোষ এত ভোরে উঠিতেন যে, শেষে পিতা তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিতেন না—বালক গৃহের সকলের পূর্ব্বে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। পিতা উঠিলে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়া আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। বেড়াইতে বেড়াইতে সুবিদ্বান ডাক্তার পুত্রকে কত বিষয় শিক্ষা দিতেন, কত মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে আদর্শরূপে ধারণ করিতেন। বালকের অনুচিকীর্ষু মন আশায়, আগ্রহে ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। আশুতোষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রথমে পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি করিয়া তৎপরে নূতন পাঠ পড়িতেন, এবং দ্বিপ্রহরে স্কুলে গমন করিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়কে চমৎকৃত করিয়া তিনি কিঞ্চিদূর্দ্ধ দুই বৎসরে সাধারণ শিক্ষার্থীর ছয় বৎসরের পাঠ্য শেষ করিয়া ফেলিলেন।

প্রাতরুত্থান ও বিদ্যানুরাগ।

শিশু-বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইয়া গেলে ডাক্তার

গঙ্গাপ্রসাদ অমনিই আশুতোষকে কোন ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন না—স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতেন, 'স্কুলে নানা রকম ছেলে পড়ে, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া খারাপ হইবার সম্ভাবনা বেশী ; আর অল্পমেধা ছাত্রদের সঙ্গে পড়িলে আশুতোষের অনেক বিলম্ব হইবে।' ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং নিজে প্রতি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

পিতার শিক্ষাবিষয়ে অভিমত ও ব্যবস্থা।

স্কুলে ছাত্রগণ কেবল সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। গৃহে গৃহশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিলে যাহার যে বিষয়ে উৎকর্ষ বা ন্যূনতা আছে, তাহার সম্যক অনুশীলন বা স্ফুরণ হইতে পারে। বিদ্যালয়ে অল্পমেধা ও তীক্ষ্ণধী সকল বিদ্যার্থীই একই পাঠ শিক্ষা করে, সুতরাং সেখানে সাধারণ ছাত্রের উপযোগী করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে শিক্ষা বিধান করিতে হয়। শিক্ষার্থিবিশেষের উদ্দীপ্ত প্রতিভা কিংবা অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের অনুরূপ শিক্ষা দান করা সেখানে চলিতে পারে না। এইজন্য স্কুলে উৎকৃষ্ট ছাত্রকে স্বল্পমেধা ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া অনেক

স্কুলে শিক্ষার অসুবিধা।

সময় বৃথা নষ্ট করিতে হয়। ফলে কিয়দ্দিন পরে আর ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ কোন বৈষম্য লক্ষিত হয় না।

এখনকার স্কুলের শিক্ষার একটী প্রধান দোষ—ইহাতে চিন্তাশক্তির কোন উদ্দীপনা হয় না। অন্যের গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অপরের চিন্তারাশিদ্বারা মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিয়া ছাত্রগণ বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অল্প সময়ে অধিক কথা শিখিতে যাইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির উপর অযথা অত্যাচার করা হয়। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে হইবে, সম্যক বুঝিতে হইবে, তাহাদের দোষগুণ বিচার করিতে হইবে, ঐ বিষয়ের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া উহাদের বৈষম্য উপলব্ধি করিতে হইবে; তৎপরে সেগুলির সহিত আপনার মত মিলাইয়া দেখিতে হইবে,—নতুবা বৃথা কথা কণ্ঠস্থ করিয়া লাভ নাই। যাহাতে স্বাধীনভাবে চিন্তাশক্তির অনুশীলন ও সম্যক স্ফুরণ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে গৃহশিক্ষার সহিত বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার তুলনা হইতে পারে না।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অল্প পিতাই এরূপ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অর্থবান, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির

অভাব নাই; তাঁহাদের কয়জনের পুত্রের আশানুরূপ বিদ্যালাভ হয়? আশুতোষ ভাগ্যবান—তাঁহার পিতা তাঁহাকে সচ্ছলতার মধ্যে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার মনে সৎপ্রবৃত্তি জন্মাইতে যত্ন করিতেন। ধন ক'দিনের জন্য? চক্ষুর সম্মুখে কত ধনিকতনয়কে পথের ভিখারী হইতে দেখা যায়; তাই সুবিবেচক গঙ্গাপ্রসাদ সর্ব্বপ্রযত্নে পুত্রের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তির বীজ বপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। বালক আশুতোষ অনেক অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে সময়ে সময়ে স্বগৃহে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের সৎদৃষ্টান্তে তাঁহার কোমল হৃদয়ে ধীরে ধীরে আশার অঙ্কুর উদ্গত হইল। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাদের মত হইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের প্রতিভার পুণ্যময় প্রভা বালক আশুতোষকে প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

উচ্চাভিলাষ।

হাইকোর্টের বিচারপতি সুবিদ্বান্ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এক দিন দ্বারকানাথ, ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বালক আশুতোষের হৃদয় উচ্চাভিলাষে ভরিয়া উঠিল। তখন হইতেই হাইকোর্টের জজ হইবার

আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। পিতার উৎসাহবাক্যে বালকের প্রাণ নবীন তেজে পূর্ণ হইল। তখন হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিবার ও হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার চিন্তায় তিনি অন্য চিন্তা ভুলিয়া গেলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা মহত্ত্বলাভের ভিত্তিস্বরূপ। উচ্চাভিলাষ ব্যতীত মানুষ বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম বা অর্থ—কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু শুধু ইচ্ছায় কোন কার্য্য হয় না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া চাই ও সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সর্ব্বতোভাবে কার্য্য করা চাই। চেষ্টা, আগ্রহ ও ঐকান্তিক যত্ন না থাকিলে কেবল কথায় উন্নতি লাভ করা যায় না। সত্যসত্যই যদি বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে, প্রকৃতই যদি 'বড় হইবই' নিরন্তর এই চেষ্টা থাকে, তবে পৃথিবীতে বিদ্যা, ধন, মান ও গৌরবের অধিকারী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

আশুতোষ সর্ব্বগুণসম্পন্ন জনকজননীর ভাগ্যবান সন্তান। তাঁহার মাতা সাধারণ রমণীগণের ন্যায় ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করিতেন না।

জননীর প্রকৃতি।

বালক আশুতোষ মাতার নিকট লেখা শিখিতেন, তখন জননী উপদেশ ও উৎসাহপূর্ণ কথায়

পুত্রের হৃদয়ে মহদভিলাষের মূল সুদৃঢ় করিতে চেষ্টিত হইতেন। এই সময়ে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সুনাম ও যশঃ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পিতার আদর্শ সর্ব্বদাই বালক আশুতোষকে মহত্ত্বলাভে প্রণোদিত করিত। বোধ হয় এই নিমিত্তই লেখা পড়ার জন্য তাঁহাকে এক দিনও তাড়না করিতে হয় নাই। আন্তরিক উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যানুরাগের জন্যই তিনি বঙ্গদেশের বিদ্যা ও শিক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াছিলেন।

সতর্কতা।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ সংসারের সকল দিকই দেখিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কুসঙ্গ ভিন্ন মানুষের পতন হয় না। ফুলের মত পবিত্রোজ্জ্বল মুখখানি কুসঙ্গে পড়িয়া দু'দিনেই নারকীয় চিত্র প্রদর্শন করে। তাই সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা। সুবিজ্ঞ ডাক্তার মানুষের শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতে করিতে মানসিক পীড়ারও প্রতীকার করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সযত্নে পুত্রকে অন্যান্য বালকের সংসর্গ হইতে দূরে রাখিতেন। আশুতোষকে কাহারও বাড়ী যাইতে দিতেন না, কোন বালককেও তাঁহার নিকট আসিতে দিতেন না।

আশুতোষ গৃহে শিক্ষকগণের নিকট অধ্যয়ন করিতে

লাগিলেন। তিনি একবার যাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন, তাহা আর তাঁহাকে দ্বিতীয়বার পাঠ করিতে হইত না। গৃহেই ইংরাজী, অঙ্ক, বাঙ্গালা ও ভূগোল পড়িতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সুন্দর ম্যাপ আঁকিতে পারিতেন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিন ভক্তিভাজন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গাপ্রসাদ বাবু ছেলেবেলায় হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় খুব সুন্দর ম্যাপ আঁকিতেন। সেই সব ম্যাপ রোলারে জড়াইয়া রাখা হইয়াছে।' এক্ষণে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ সেইরূপে পুত্রকেও ম্যাপ আঁকা শিখাইলেন। আশুতোষ অনেক ম্যাপ আঁকিয়াছেন। এই সময় আশুতোষ ইংরাজকবি ক্যাম্বেলের একটী কবিতার* তিন শত লাইন এক নিঃশ্বাসে বলিতে পারিতেন। পড়াশুনার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকিলেও তাঁহার পিতা রাত্রে তাঁহাকে পড়াইতেন না। দিবসে তিনি এদিক-ওদিকে রোগী দেখিতে যাইতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে গৃহে আসিয়া দেখিতেন, ছেলে কি করিতেছে। বালক আশুতোষ অত্যল্পকাল মধ্যে অনেক বই শেষ

শৈশব শিক্ষা।

* Campbell's *Pleasures of Hope.*



স্বর্গীয়া জগত্তারিণী দেবী

করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই সময়ে এক প্রবল অন্তরায় তাঁহার উন্নতির পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার বক্ষঃস্পন্দন পীড়া হইল। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের চিকিৎসার ভার স্বহস্তে না লইয়া, তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক সুবিখ্যাত ডাক্তার চার্লসের নিকট লইয়া গেলেন। ডাক্তার সাহেব কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিলেন। আশুতোষ পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলেন। পিতার ডাক্তারখানায় যাইয়া একটু আধটু কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার পীড়ার কোন উপশম হইল না। একটু কঠিন কাজ করিতে গেলেই বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিত। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের জন্য চিন্তাকুল হইলেন। বায়ুপরিবর্ত্তনে উপকার হইবে মনে করিয়া পূজার পরে আশুতোষকে, তাঁহার মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত, মথুরায় প্রেরণ করিলেন।

কঠিন পীড়া।

বায়ুপরিবর্ত্তন।

আশুতোষ কোন ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। এখানে দৈনিক তিন সের করিয়া দুগ্ধ ও কিছু মাখন, ইহাই তাঁহার পথ্য ছিল। নূতন স্থানে মনের আনন্দে

চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবন ও যমুনা নদী দেখিয়া তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত।

মথুরা।

আশুতোষ অনেক সময় পূতসলিলা যমুনার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র বীচিমালার উপর অরুণরশ্মি হীরকের ন্যায় জ্বলিতেছে, তটস্থিত বৃক্ষাবলীর ছায়া চঞ্চল যমুনাবক্ষে পতিত হইয়া অল্প অল্প কাঁপিতেছে—বালক আশুতোষ অনেক দিন একাকী বসিয়া নীরবে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া সুখী হইতেন। পৌষ মাস পর্য্যন্ত মথুরায় অবস্থান করিবার ফলে বালকের নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল, শরীর অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হইল। অসুখের সময় যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারিলেন না। পাছে আরও স্থূলকায় হইয়া পড়েন, এই ভয়ে তখন তিনি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৌষ মাসে সকলে ভবানীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে কাশীতে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। তথা হইতে ফিরিবার সময় মোগলসরাই ষ্টেশনে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আশু-তোষের পরিচয় হয়। বালক আশুতোষ বিদ্যাসাগর

সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার আবেগপূর্ণ সরল প্রাণের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও খুব পাকা জহরী ছিলেন, তিনিও দুই-চারি কথাতেই বালকের সকল খবর বাহির করিয়া লইলেন। ইহার পরে কলিকাতার থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর পুস্তকের দোকানে আশুতোষের সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি সুন্দর 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো' কিনিয়া আশুতোষকে উপহার দিয়া কহিলেন, "মনোযোগ করিয়া পড়িও।" আশুতোষ খুব মনোযোগের সহিত ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের নামস্মারক পুস্তকখানি আশুতোষের গৃহে আজিও সযত্নে রক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আশুতোষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাবস্থা

স্কুল

মথুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে গৃহে আর না পড়াইয়া কোনও ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের ভারি নাম। প্রথিতযশা পণ্ডিত স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্. এ., ইহার প্রধান শিক্ষক এবং আলিপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত বাবু আশুতোষ বিশ্বাস, এম্. এ., তখন এই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। ইহাদের অধ্যাপনায় স্কুলের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদ বালক আশুতোষকে লইয়া এই স্কুলে গমন করিলেন। তথায় শিক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত বলিয়া অভিমত

ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু আশুতোষের বয়স কম থাকায় তাঁহাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে হইল।

প্রবীণ ডাক্তার পুত্রকে বহু প্রকারেই চিনিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, 'তুমি যতদিন ক্লাসে প্রথম থাকিতে পারিবে, প্রত্যেক দিন তোমাকে এক টাকা করিয়া দিব। দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে আট আনা পাইবে।' আশু-তোষ সর্ব্ববিষয়েই এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন যে, বৎসরের মধ্যে মাত্র দুই তিন দিন আট আনা পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন প্রতিদিনই এক টাকা করিয়া পুরস্কার পাইতেন।

আশুতোষের পুরস্কার লাভ।

আশুতোষ ছেলেবেলা হইতেই বিদ্যানুরাগী। যখন মাষ্টার পড়াইতে আসিতেন, তিনি তাহার পূর্ব্বেই সমস্ত গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন, মাষ্টার আসিলেই বিনা বাক্যব্যয়ে পড়া আরম্ভ করিতেন। বালকের মস্তকের নিকটে একটী ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ ও দিয়াশালাই থাকিত, তিনি ভোরে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া পুরাতন পাঠ পুনরাবৃত্তি করিতেন। তিনি যখন যাহা শিখিতেন প্রাণপণে শিখিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ সর্ব্বদাই বলিতেন,

"ভাল ক'রে শেখা চাই।"

"ভাল ক'রে শেখা চাই।" তাঁহার নিজের জীবনেও তিনি সমস্ত বিষয় ভাল করিয়াই শিখিয়াছিলেন, পুত্রকেও ভাল করিয়া সর্ব্ববিষয়ে ব্যুৎপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বালক আশুতোষ যে পর্য্যন্ত কোন বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেন, কিছুতেই তাহা ছাড়িতেন না।

আশুতোষের কার্য্যের বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন কার্য্যই তিনি দায়-সারা গোছ বা কোনও প্রকারে সারিতে পারিতেন না। ছাত্রগণের পক্ষে এই দোষ অতি গুরুতর। অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থা কোন বিষয় সম্যকরূপে আয়ত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল। সংসারে নিরন্তর বড় হইবার চেষ্টা যাঁহার আছে, তাঁহার নিকট এইরূপ তামসিক জড়তা ঘেঁষিতে পারে না। উচ্চাভিলাষ যাঁহার থাকে, তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া সকল দিকের সংবাদ লইতে হয়। আশুতোষ যখন যে কাজ করিতেন, প্রাণের সহিত করিতেন, ঐকান্তিক আগ্রহে তদ্বিষয়ের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন। "ভাল ক'রে শেখা চাই" এই সূত্রটী তাঁহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে পিতা অবসর পাইলেই

তাঁহাকে পড়াইতেন। অনেক বিষয়ে অনেক নূতন কথা শিখাইতেন। পূর্ব্ব হইতেই বালক আশুতোষের গণিতের প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয়। শিশুকালে ধারাপাত পড়িতে তাঁহার খুব ভাল লাগিত। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ প্রথম হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়া গণিতপারদর্শী শিক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠকালেই বালক বীজগণিতের কঠিন ভাগ প্রায় শেষ করিলেন। এই সময় হইতে আশুতোষ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। লণ্ডন মিশন কলেজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন পালধি মহাশয়ের নিকট নিয়মমত উনিশ বৎসর এক ঘণ্টা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি পাঠ করেন।

গণিতানুরাগ।

গঙ্গাপ্রসাদের পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল, আশুতোষকে চিকিৎসা ব্যবসায় শিক্ষা দিবেন না। বালককাল হইতেই তাঁহার মনে হাইকোর্টের জজ হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে হাইকোর্টের উকিল করিতে ইচ্ছা করিলেন। ওকালতী করিতে হইলে বক্তৃতাশক্তির প্রয়োজন। বহু উকিল আছেন, যাঁহারা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কেবল বাগ্মিতার অভাবে উন্নতি করিতে পারেন

না। ঘটনাটী বিশদরূপে বিচারপতির হৃদয়ঙ্গম করাইতে না পারিলে কেবল আইন জানিয়া বিশেষ ফললাভ করা যায় না। এতদ্ভিন্ন বক্তৃতাশক্তির অন্যবিধ প্রয়োজনও আছে। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের মেধা দেখিয়া প্রীত থাকিলেও, বক্তৃতাশক্তির অভাব দর্শনে চিন্তিত ছিলেন। আশুতোষ বালককালে 'মুখচোরা' ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ একখানি ছোট টুল তৈয়ার করাইলেন; টেবিলের নিকট সেই টুলখানির উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবার মত ভাবভঙ্গিতে আশুতোষকে স্কুলের পাঠ আবৃত্তি করিতে হইত।

বক্তৃতাশক্তির অনু-

এই সময়ে বালক বক্তৃতাসম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক* পড়িতেন, কখনও কখনও তাহা হইতে অংশবিশেষ লইয়া বক্তৃতাও করিতেন। যদি কোন শব্দের উচ্চারণ ভুল হইত, টেবিলের উপর চেম্বার্সের কৃত ইংরাজী অভিধান থাকিত, তাহা খুলিয়া তৎক্ষণাৎ শব্দটীর শুদ্ধ উচ্চারণ দেখিয়া লইতেন। প্রবীণ বয়সে যাঁহার বক্তৃতার নির্ভীক বজ্রনির্ঘোষ উচ্চতম পদস্থিত রাজপুরুষদিগকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাঁহার জ্বালাময়ী ভাষা

* Bell's *Elocution, Public Speaker,* প্রভৃতি।

রাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থাপক সভা প্রকম্পিত করিয়াছিল, যাঁহার স্বদেশহিতৈষণা বাঙ্ময়ী হইয়া কলিকাতা সিনেট হাউস এবং মহীশূর, বেনারস, লাহোর ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ভাবী আশাস্থল বিদ্যার্থিগণের হিতকল্পে নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই অসাধারণ বাগ্মিতার এইরূপে সূচনা হইল।

ইংরাজবীর নেল্‌সনের চরিতাখ্যায়ক রবার্ট সাথে বলিয়াছেন, নেল্‌সন্ নৌসেনাদলে প্রবেশ করিয়া আপনার ধীশক্তি ও প্রখরবুদ্ধি প্রভাবে ইংলণ্ডের প্রধান নৌসেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিতেন। মহত্ত্বের বীজ যাঁহার ভিতর থাকে, তিনি এ জগতে যে পথই গ্রহণ করুন, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে তাঁহার স্থান। আশুতোষ যদি হাইকোর্টে প্রবেশ না করিয়া পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তবে আমরা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে দেখিতে পাইতাম। যদি অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিতেন, শিক্ষার্থিগণের মুখে মুখে তাঁহার বিমল যশোগাথা শ্রবণ করিতাম। বাস্তবিক, মহত্ত্বের বীজ একবার যাঁহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, লৌহবর্ম্মের উপর

বাষ্পীয় শকটের ন্যায় অব্যাহত গতি তাঁহাকে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত করে।

কেবল স্কুলনির্দ্দিষ্ট দুই একখানি পুস্তক পড়িয়া আশুতোষের মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি নানাবিষয়ের নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন এফ্. এ. পরীক্ষার পাঠ্য ইংরাজ কবি মিণ্টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট্ প্রথমভাগ সমগ্র পুস্তকখানি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তখনই অনুশীলনীর সহিত চারিভাগ জ্যামিতি কষিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, মার্সম্যান্-কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস তিন খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন এবং কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চরিতাবলী, নীতিপথ—এই সকল পুস্তক প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক ছাত্র ইহা দেখিয়া ভীত হইবেন, কিন্তু ইহা সত্য কথা। যাঁহার নিকট সময়ের মূল্য আছে, তাঁহার পক্ষে এ সকল কার্য্য করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কাজ দেখিয়া যে ভীত হয়, তাহার উন্নতি সুদূরপরাহত।

পারদর্শিতা।

এই সময়ে কলিকাতা লণ্ডন মিশন কলেজের

অধ্যাপক বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., ও মিষ্টার মধুসূদন দাস, এম্. এ., বালক আশুতোষের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা এই সকল অনুবাদের ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন। মিষ্টার দাস রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. হইয়াছেন এবং বঙ্গীয় ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে অনেকবার কার্য্য করিয়াছেন। ইনি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের প্রথম দেশীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিঃ দাস কটকের অতি প্রসিদ্ধ উকিল এবং সমুদয় জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী।

শিক্ষকগণ।

স্কুলে বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আশুতোষ উপরের শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন। গণিতে তাঁহার এতদূর অনুরাগ জন্মিল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই এফ্. এ. পরীক্ষার গণিত প্রায় সকলই শেষ করিয়া ফেলিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি সমগ্র অধ্যয়ন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদী চারি ভাগ তখন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এই সময়ে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজলেখক এড্‌মণ্ড বার্কের পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। চিন্তাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক তাঁহার বড় ভাল লাগিত। গ্রন্থকীটের ন্যায় সমস্ত দিবস পুস্তকের পত্রে

পত্রে বিচরণ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। পাঠের প্রতি এমন অনুরাগ প্রায় দেখা যায় না। আশুতোষ চিরদিন অগণিত গ্রন্থরাশির মধ্যে বসিয়া বালকের ন্যায় আগ্রহে ও উৎসাহে পাঠ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকাগার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালা দেশে এত বড় পুস্তকাগার আর কাহারও নাই। শুনা যায় পাঁচ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের পুস্তক আশুতোষের গৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। নূতন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিলেই আশুতোষ সেখানিকে ক্রয় না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। এই অভ্যাস চির-জীবন ঠিক রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার পুস্তকের অর্ডার দেওয়া ছিল। এই সব করিয়া তাঁহার একটী দিনও তাস কি পাশা খেলিবার সময় হয় নাই।

পুস্তকাগার।

আমাদের দেশে অনেক যুবক ভাষাশিক্ষাচ্ছলে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকেন। উপন্যাস পাঠের অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক স্থলে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। যে সকল পুস্তক কেবল ক্ষণকালের জন্য একটু প্রবৃত্তি বা কৌতূহল উদ্দীপিত

উপন্যাস পাঠের কুফল।

করিয়া পুরাতন হইয়া যায়, শুধু গল্পাংশটুকু পঠিত হইয়া গেলেই আর যাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না, যাহা কেবল সরল কথায় তরল মনের চপল ভাব ব্যক্ত করে মাত্র—সেই সকল পুস্তক অসার। তাহাদের দ্বারা গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ আর্থিক উপকার হয় বটে, কিন্তু পাঠকের কোনই উপকার হয় না। উপন্যাস না পড়িয়াও আশুতোষ কত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহা চিন্তা করিলে উপন্যাস পাঠের অনুকূল যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। আশুতোষ রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির পুস্তক পাঠে ও তৎকালপ্রচলিত বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পাঠে অপার আনন্দ লাভ করিতেন। মাইকেল

পাঠ্য কি ?

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী, বিশেষতঃ তাঁহার মেঘনাদবধ, তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। আশুতোষের নিয়ম ছিল, মন যাহাতে উন্নত হয় এরূপ গ্রন্থই পাঠ্য, তদ্ভিন্ন সমস্তই পরিত্যাজ্য।

প্রথম শ্রেণীতে পাঠ কালে শরীরের নানা স্থানে ফোড়া হয়, আশুতোষ তাহাতে প্রায় তিনমাস কাল অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। পড়াশুনা বড় একটা করিতে পারিতেন না ; সর্ব্বক্ষণ রোগের যাতনায়

ছট্‌ফট্ করিতেন। অনেকগুলির চিহ্ন চিরকাল শরীরে বর্ত্তমান ছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। সে সময়ে নভেম্বর মাসে পরীক্ষা গৃহীত হইত এবং এক মাস পরে ফল প্রকাশিত হইত। জানুয়ারী হইতে নূতন বৎসরে কলেজের পড়া আরম্ভ হইবার নিয়ম ছিল। বালক আশুতোষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। হিন্দু স্কুলের বিখ্যাত ছাত্র প্রসন্নকুমার কার্‌ফরমা প্রথম স্থান লাভ করিলেন। ইনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং আশুতোষ অপেক্ষা বয়সেও বড় ছিলেন। প্রসন্নবাবু বিদ্যাবুদ্ধি-প্রভাবে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অল্প বয়সে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

আশুতোষ প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না; মনে বড় দুঃখ হইল। ইতিহাস, গণিত, ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাঁহার বিদ্যা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর অপেক্ষা সমধিক থাকিলেও পরীক্ষায় প্রতি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের ন্যায় তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। আজিও

বহু স্কুলে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শিখান হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বালক আশুতোষ কখনও কোন পাঠ্য পুস্তকের ব্যাখ্যা বা নোট মুখস্থ করেন নাই। সমগ্র বইখানি পড়িতে তাঁহার বড় আগ্রহ ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ কালে লর্ড মেকলে প্রণীত হেষ্টিংস ও ক্লাইভ সম্বন্ধে প্রবন্ধদ্বয় তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলেও আশুতোষ কিছুতেই স্বীয় অধ্যয়নপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলেজ ; এফ্. এ. পরীক্ষা

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন।

কলেজে প্রবেশ।

তখন মিষ্টার সি. এইচ্. টনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। মিষ্টার এফ্. জে. রো ইংরাজীর অধ্যাপক, ও মিষ্টার ডব্লিউ. বুথ গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক রব্‌শন্ অনুবাদ করা শিক্ষা দিতেন ও ব্যাকরণ পড়াইতেন। মিষ্টার পার্সিভ্যাল সেই বৎসর বিলাত হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আশুতোষ প্রভৃতিই তাঁহার প্রথম ছাত্র।

ইদানীং মফঃস্বলের বহু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বহু ছাত্র বৎসর বৎসর গবর্ণমেণ্টের কুড়ি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। প্রথম স্থান আর বড় একটা হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে আবদ্ধ নহে। কিন্তু তৎকালে ঐ দুই স্কুলের ছাত্রগণ প্রায় প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের

উচ্চবৃত্তি লাভ করিতেন। আশুতোষ ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করাতে কলিকাতার ছাত্রগণ তাঁহাকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। প্রায় কেহই তাঁহার সঙ্গে মিশিতেন না। আশুতোষ বালককাল হইতেই অন্য বালকের সঙ্গে অবস্থান করেন নাই, এখানেও সহসা কাহারও সহিত তেমন বন্ধুত্ব হইল না। কলিকাতার ছাত্রগণের কায়দা, বাবুগিরি ও কার্য্যকলাপ তাঁহার মোটে ভাল লাগিত না ; তাঁহারাও আশুতোষকে নিতান্ত 'নীরস' মনে করিতেন। মফঃস্বলের ছাত্রগণের মধ্যে ক্রমে অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

কলিকাতার ছাত্রগণ অনেকেই নিত্য নব সাজে সজ্জিত হইয়া কলেজে আগমন করিতেন। সুনিপুণ-ভৃত্যকরকুঞ্চিত যূথিকাশুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয় ইঁহাদের অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধন করিত। ইঁহাদের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে নানা বর্ণের বিচিত্র পাদুকা হর্ম্ম্যতলে সর্ব্বক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। যুবকগণের পরিহাসবহুল সহাস্য আলাপে সর্ব্বদাই বিদ্যামন্দির প্রতিধ্বনিত হইত। আশুতোষ দেখিয়া শুনিয়া নীরবে আপনার স্থানে উপবেশন করিয়া স্বকার্য্য করিয়া যাইতেন। তিনি সাধারণ ধুতি চাদর পরিয়া

কলেজে গমন করিতেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল হইলেও বালক কখনও উত্তম উত্তম বসন ভূষণ পরিধান করিয়া আপন ঐশ্বর্য্য দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার সাদাসিধে পোষাক অধ্যাপক বুথের বড় ভাল লাগিত, তাহাতে আবার তিনি গণিতশাস্ত্রে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। অল্পদিনেই আশুতোষ গণিতাচার্য্য বুথের প্রিয় ছাত্র হইলেন। তিনি আশুতোষের সরল ব্যবহারে তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। অধ্যাপক বুথ তাঁহাকে "simple man" (সরল মানুষ) বলিয়া ডাকিতেন।

"সরল মানুষ।"

গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মনে হয় প্রত্যেক পিতারই পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যথাসাধ্য সেইরূপ বিধান করা উচিত। উর্ব্বর ভূমিতে সুবীজ বপন করিলে যেমন সহজেই অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং কালে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়, বালকের সুকুমার হৃদয়ে সুশিক্ষা ও সৎপ্রবৃত্তির বীজ নিহিত করিতে পারিলে পরে তাহাও তেমনি ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

আশুতোষ ভবানীপুর রসা রোড হইতে প্রতিদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। দূরত্ব-নিবন্ধন আট দশ জন ছাত্র একত্রে

একখানি বড় গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই-একটী স্কুলের ছাত্রও ছিল। তাহাদের চারিটার সময় ছুটি হইত, এদিকে কলেজের পড়া শেষ হইত তিনটার সময়। প্রতিদিনই স্কুলের বালকদের জন্য কলেজের ছাত্রদের একঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইত। এই অবসর সময়ে সকলেই নানারূপ স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইত, কিন্তু আশুতোষ কলেজের লাইব্রেরীতে যাইয়া পুস্তক পাঠ করিতেন।

আশুতোষ বলিয়াছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হওয়াই তাঁহার জীবনের উন্নতির মূল। কলেজের বিশাল লাইব্রেরী দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এই বিশাল গ্রন্থসমুদ্র কি একজনের জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব? মানুষের জ্ঞানের কি সীমা নাই? এ হেন বিষয় নাই যে বিষয়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রচারিত না হইয়াছে। কি বর্ণনপ্রসঙ্গে, কি চিত্রসম্পদে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে ইহাদের সমকক্ষতা করিবার যোগ্য পৃথিবীতে আর কি আছে? মানুষ কেমন করিয়া এত জ্ঞানলাভ করে? আমি কি অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিব না? বিস্ময়ে আশায়

উন্নতির মূল; পাঠাগার।

আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যেন পুষ্পমধুর আস্বাদপ্রাপ্ত মধুকর সহসা নানাপুষ্পশোভিত বিশাল উদ্যান মধ্যে আসিয়া পড়িল। আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া নিভৃতে বসিয়া একান্তমনে পড়িতে লাগিলেন। যখনই সময় পাইতেন, বৃথা গল্পে বা অযথা আমোদে কালাতিপাত না করিয়া পাঠাগারে আসিয়া বসিতেন।

মৌলিক প্রবন্ধ-প্রকাশ।

আশুতোষ এইবার গণিতশাস্ত্র ভাল করিয়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কলেজের লাইব্রেরীতে বিলাত হইতে বহু মৌলিক প্রবন্ধ ও গবেষণা সম্বলিত মাসিক পত্র আসিত। তাঁহারও ঐ সব কাগজে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি যে নিতান্তই বালক, যে সকল কাগজে বিলাতের পক্ককেশ ও চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ লিখিয়া থাকেন, সেখানে তাঁহার লেখা গৃহীত হইবে কিনা—এই সকল বৃথা চিন্তা তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল না। তিনি সেই বৎসরই তাঁহার একটী প্রবন্ধ*

* *Cambridge Messenger of Mathematics* নামক পত্রিকায় আশুতোষের প্রবন্ধ, 'ইউক্লিডের জ্যামিতির ১ম ভাগের ২৫শে প্রতিজ্ঞার নূতন একটী প্রমাণ,' প্রকাশিত হয়।

প্রকাশার্থ কেম্ব্রিজে পাঠাইয়া দিলেন। যদিও উহা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, তথাপি কেম্ব্রিজের পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। আশুতোষের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ কালেই এম্. এ. পরীক্ষার গণিতশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলির অধিকাংশ পড়া হইয়া গেল। আশুতোষ দেখিলেন ভাল করিয়া অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে ফরাসী ভাষা জানা আবশ্যক। ফরাসী লাপ্লাস্ গণিতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। তাঁহার সুগভীর চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থনিচয় গণিতশাস্ত্রে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সমস্ত পুস্তকই ফরাসী ভাষায় লিখিত, এতদ্ভিন্ন গণিতশাস্ত্রের বহু অমূল্য গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় লিখিত আছে। আশুতোষ ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিলেন, জ্ঞানের এই অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাবি সংগ্রহ করিতে হইবে। গৃহে আপনিই ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মন যাঁহার সবল, ঐকান্তিক যাঁহার আগ্রহ, কর্ত্তব্যসাধনে যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কোনরূপ বিঘ্ন তাঁহার পথরোধ করিতে সমর্থ হয় না।

ফরাসী ভাষা শিক্ষা।

আশুতোষ নিজের চেষ্টায় সুন্দর ফরাসী ভাষা শিখিয়াছিলেন, এবং ঐ ভাষায় বহু গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গণিত আপনার প্রিয় বিষয় হইলেও আশুতোষ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি কখনও উদাসীন ছিলেন না। ইংরাজী সাহিত্য, সংস্কৃত, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের প্রতিই তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। ইতিহাস পাঠ করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কোন জাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে করিতে আশুতোষ তন্ময় হইয়া যাইতেন। ইতিহাস অতীত কালের সাক্ষী। অবস্থাবিপর্য্যয়ে মানুষ কিরূপ আচরণ করে, সংসারসাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিকেও কিরূপ বিচলিত করিতে পারে, সেই অবস্থায় নিপতিত হইলে মানুষের ভবিষ্যতে কেমন আচরণ করিবার সম্ভাবনা, ইতিহাস পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। চক্ষুর সম্মুখে সীমাহীন প্রান্তরভূমি কিরূপে ধীরে ধীরে লোকাবাসে পরিণত হয়, কেমন করিয়া মানব-মণ্ডলী সুদৃশ্য নগর স্থাপন করিয়া সেই স্থান পরিশোভিত করে, নির্জ্জন প্রান্তরভূমি দিবারাত্র জনকোলাহলে

ইতিহাস পাঠের উপকারিতা।

পরিপূরিত হয়, আবার কালের তাড়নে ছায়াবাজীর ন্যায় সে সুখসমৃদ্ধি স্মৃতিমাত্র রাখিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলন্তবর্ণে এই সকল চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মানুষ শিক্ষালাভ করে।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, কি উপায় অবলম্বন করিলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। ইতিহাসে দেখিতে পাই অহঙ্কার ও বিলাসিতা ব্যতীত মানুষের পতন হয় না। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রোমের গৌরবরবি অস্তমিত হইল, প্রভুশক্তির অপব্যবহারে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব জগৎ স্তম্ভিত করিয়া দিল। যে মোগল বাদসাহগণের কীর্ত্তি চিরদিন জগতে বর্ত্তমান থাকিবে, তাঁহারা বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পাপময় ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া কেমন করিয়া রাজ্যধ্বংস করিয়া ফেলিলেন,—ইতিহাস যুগযুগান্তের সেই পুরাতন বার্ত্তা বহন করিয়া মানবসমাজকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছে। এতদ্ভিন্ন পুরাকালের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই। ইতিহাস পাঠে জ্ঞানের বিকাশ হয়, বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণতা লাভ করে, ও বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া

অসৎপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া মানুষকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রব্‌শন্ সাহেব প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালী চমৎকার ছিল।

স্মৃতিশক্তি।

তন্মধ্যে একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি অনেক সময় গল্প বলিয়া যাইতেন, ছাত্রদিগকে উহা মনোযোগ করিয়া শুনিতে হইত; তৎপরে তাঁহারা তখনই সেই গল্পটি নিজের ইংরাজীতে লিখিয়া দেখাইতেন, শিক্ষক মহাশয় সংশোধন করিয়া দিতেন। একদিন অধ্যাপক রব্‌শন্ কক্‌স-কৃত প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী * হইতে একটী পৃষ্ঠা ক্লাসে পাঠ করিলেন, ছাত্রগণ সকলেই মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করিলেন। তখনই উহা লিখিয়া তাঁহাকে দেখান হইল। সাহেব আশুতোষের কাগজ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার লেখায় প্রায় সকল শব্দই পুস্তকের সহিত একরূপ হইয়া গিয়াছে! আশুতোষ পুস্তক নকল করিয়া লিখিয়াছেন মনে করিয়া অধ্যাপক তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। আশুতোষ মহাবিপদে পড়িলেন।

* Cox's *Mythology of Ancient Greece.*

অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, ঐ সব বই তাঁহার নিকট নাই, আর অধ্যাপক কোন্ পুস্তক হইতে কবে কি লিখিতে দিবেন তাহাও নির্দ্দিষ্ট থাকে না, এরূপ অবস্থায় আশুতোষের পূর্ব্বে জানিবার সম্ভাবনা কৈ ? শুনিলেই তাঁহার মনে থাকে, তাই ঐরূপ হইয়া গিয়াছে। সাহেব আশুতোষকে দুই একবার পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলেন, শেষে বলিলেন, 'এমন আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি আমি অল্পই দেখিয়াছি। তুমি যদি এইরূপ অপরের ভাষা মুখস্থ কর, তবে কিছুই শিখিতে পারিবে না। সর্ব্বদাই নিজের ভাষা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। মনোযোগ করিয়া শুনিবে, কিন্তু লিখিবার সময় মনে আসিলেও পুস্তকের একটী কথাও ব্যবহার করিবে না।'

আশুতোষ অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন। প্রাতঃকালে নয়টা পর্য্যন্ত পড়িয়া, স্নানাহারের পর কলেজে গমন করিতেন। কখনও পাঁচটার পূর্ব্বে কলেজ হইতে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। তৎপরে একটু বিশ্রাম করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া যাইত ; সুতরাং দিনের বেলায় তাঁহার বিশেষ পড়াশুনা হইয়া উঠিত না। কয়েকদিন এইরূপে কাটিলে রাত্রি

জাগরণ করিয়া তিনি এই ক্ষতি পরিপূরণ করিতে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা কিছুতেই তাঁহাকে রাত্রি দশটার পরে পড়িতে দিতেন না, বলিতেন, 'এই সময়ের মধ্যে যাহা হয়, তাহাই হইবে।' পাঠের প্রতি তাঁহার এমন অনুরাগ ছিল যে, যে পিতার কথা বলিতে গেলে ভক্তিতে তিনি আপ্লুত হইতেন ও তাঁহার চক্ষু মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, আশুতোষ এক্ষণে সেই পরম-স্নেহময় পিতার অজ্ঞাতসারে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাত্রিজাগরণ।

গঙ্গাপ্রসাদ রাত্রি দশটার সময় শয়ন করিতে যাইতেন। আশুতোষ যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরের পার্শ্ব দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইত। পুত্র পিতার পদশব্দ শ্রবণ করিলেই অমনি প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া নিঃশব্দে শয়ন করিয়া থাকিতেন, ঘরে আলো নাই দেখিয়া গঙ্গাপ্রসাদ মনে করিতেন পুত্র শয়ন করিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে, অর্দ্ধঘণ্টা পরে আশুতোষ পুনরায় উঠিয়া আলো জ্বালিয়া পাঠারম্ভ করিতেন। তিনি রাত্রি বারটার পূর্ব্বে কখনও নিদ্রিত হইতেন না, কিন্তু ক্রমে মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। রাত্রি দেড়টা বা দুইটা না বাজিয়া গেলে শয়ন

করিতেন না। আশুতোষ এমনি নীরবে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেন যে, গৃহস্থিত কেহই তাঁহার এই রজনী-জাগরণ ব্যাপার জানিতে পারেন নাই। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। একদিন গভীর নিশীথে গঙ্গা-প্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি বাহিরে আসিয়া পুত্রের কক্ষে আলো দেখিতে পাইয়া চিন্তিত হইলেন। দরজার নিকট গিয়া ডাকিতেই আশুতোষ কবাট খুলিয়া দিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, আশুতোষ তখনও পাঠ করিতেছেন! সম্মুখে বহু পুস্তক খাতা পেন্সিল ছড়ান। আশুতোষ লজ্জিত হইলেন। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে মৃদু তিরস্কার করিলেন, আবার মধুর বচনে বুঝাইলেন, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রকৃতি সেই দোষীকে বড় কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার এত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। গঙ্গাপ্রসাদ সেইদিন হইতে আশুতোষকে আর রাত্রি-জাগরণ করিতে দিতেন না। বারে বারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন।

কিন্তু এই কঠিন পরিশ্রম তাঁহার শরীরে সহিল না; আশুতোষ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। অত্যধিক মস্তিষ্ক-চালনার ফলে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হইবার

উপক্রম হইল। শীতকালে তত বেশী বুঝা গেল না, মার্চ্চ মাসে গরম পড়িতেই পীড়ার প্রকোপ ভীষণ বাড়িয়া গেল। আশুতোষ একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

মস্তিষ্কের পীড়া।

এই মানবদেহ এক অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ইহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে। কোন ভাগের কার্য্য কিছুদিন স্থগিত রাখিলে অন্য অংশ দ্বারা সে কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। শ্রম না করিলে কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, আবার অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরিশ্রম ও বিশ্রাম ইহাই দেহযন্ত্র পরিচালনার মূলমন্ত্র। অধুনা প্রতি স্কুলেই বিদ্যার্থিগণের ব্যায়ামের ব্যবস্থা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শারীরিক ব্যায়াম একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গৃহে অনবরত পুস্তকের দিকে তাকাইয়া থাকিলে অত্যল্পকাল মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়। পরিশ্রমের অভাবে ক্রমে অগ্নিমান্দ্য, শিরোঘূর্ণন, বাত প্রভৃতি জীবনীশক্তিনাশক পীড়া হইতে থাকে। শরীর একেবারে কার্য্যের বাহির হইয়া যায়।

পরিশ্রম ও বিশ্রাম।

শরীর যাহার নিরন্তর অসুস্থ, তাহার দ্বারা সংসারের কোন্ কার্য্য হওয়া সম্ভব ?

প্রত্যেক ছাত্রেরই কর্ত্তব্য অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রভাতে মুক্তবায়ুতে কিছুকাল ভ্রমণ করা এবং তৎপরে পড়িতে বসা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিলে মন প্রফুল্ল হয়, হৃদয় নির্ম্ম হয়। পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, নানাবর্ণচিত্রিত মেঘখণ্ডসকল ধীরে ধীরে কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশাভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে, সুখস্পর্শ সুশীতল প্রভাতবায়ু বৃক্ষপত্র ঈষদান্দোলিত করিয়া সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সুরভি পরিমল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। মধুরকণ্ঠ বিহগকুল স্বরলহরীতে আকাশমণ্ডল প্লাবিত করিয়া মেঘমুক্ত গগনপথে উড়িয়া বেড়াইতেছে। সুপ্ত বিশ্ব রজনীর অবসানে কর্ম্মক্লান্ত দেহে নববল লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। এ দৃশ্য কি সুন্দর! অপরাহ্ণে যাঁহার যেমন অভিরুচি সেইরূপ ব্যায়াম করিতে পারেন। প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা স্বেদনির্গম হইলে, কোন পীড়ার তেমন আশঙ্কা থাকে না। আহারে বিহারে প্রতি কার্য্যেই নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। নিয়মবহির্ভূত কোন কাজ করিব না,

প্রতিজ্ঞা করিয়া লইতে হইবে। সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি সকলের দৃষ্টিস্থল। নিজের শরীরের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি নাই, তিনি পৃথিবীতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন না।

আমাদের দেশে ছাত্রগণ পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইলে প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া গুরুতর পরিশ্রম করিয়া থাকেন। সমস্ত বৎসর নিয়মমত পাঠ করিলে সময় হারাইয়া মনঃপীড়া পাইতে হয় না। অনেকে অতি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও উত্তীর্ণ হইতে পারেন না; কেহ বা পরীক্ষার পূর্ব্বেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ছাত্রগণ সংসারে উচ্চস্থান লাভের প্রয়াসী হইয়া চিরজীবনের জন্য নিম্নে পড়িয়া যান, সুখে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিবার আশায় পলে পলে জীবনীশক্তির ক্ষয় করেন, সমাজে বড় হইতে যাইয়া অকালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন। অনেকে সময় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময়ের কখনও অভাব হয় না; দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উদ্যমশীলতার অভাবই সর্ব্বস্থলে দৃষ্ট হয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের রাত্রিজাগরণ ব্যাপার জানিতে পারিলেন। পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসেই আশুতোষ পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

কিছুদিন মধ্যেই পীড়া এমন বাড়িয়া গেল যে, তিনি যন্ত্রণায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। পুত্রৈকপ্রাণ গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষের অতিমাত্র যন্ত্রণা দেখিয়া ভীত ও কাতর হইলেন। যতই গরম পড়িতে লাগিল, ব্যারামও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পড়াশুনা বন্ধ হইল, কলেজ হইতে ছুটি লওয়া হইল; পিতামাতার লক্ষ্যস্থল আশুতোষ সর্ব্বকার্য্যের বাহির হইয়া পড়িলেন।

পীড়া-বৃদ্ধি।

এপ্রিল, মে, জুন—বড় কষ্টে অতিবাহিত হইল। পিতা বহুযত্নে ঔষধ দিতে লাগিলেন ; কিছুতেই মস্তকের যন্ত্রণা কমিল না, বরং নূতন এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল। যখন শরীর বড় অস্থির বোধ হইত, আশুতোষ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। সমস্ত রাত্রি একটুকুও নিদ্রা হইত না। মস্তকের ভিতর অনবরত যন্ত্রণা। অসহ্য কষ্ট দেখিয়া স্নেহময়ী মাতা একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। বহু প্রযত্নেও যখন কিছু ফল হইল না, তখন গঙ্গাপ্রসাদ বায়ুপরিবর্ত্তনে উপকার হইতে পারে, এই আশায় আশুতোষকে, তাঁহার মাতা ভ্রাতা ও ভগিনীসহ, জুন মাসের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গাজীপুর পাঠাইয়া দিলেন। গাজীপুরে

তাঁহার ভ্রাতা বাবু দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডিস্‌ট্রিক্‌ট্ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পূর্ব্ব বৎসর পূজার সময় সকলে গাজীপুর বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে গঙ্গাপ্রসাদ ভ্রাতার নিকট পীড়িত পুত্রকে প্রেরণ করিলেন।

গাজীপুর গমন।

পূর্ব্ব বৎসর অক্টোবর মাসে তেমন গরম ছিল না বটে, কিন্তু এবার জুলাই মাসে অসহ্য গরমে আশুতোষের ব্যারাম আরও বৃদ্ধি পাইল। অনেক সময়েই শরীর অস্থির হইত, আশুতোষ প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন। শেষে এমন হইল যে, আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেন না। এই-রূপে বহু কষ্টে প্রায় একমাস অতিবাহিত হইল। জুলাই মাসের শেষে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে শীতল বাতাস বহিল। লোকজন দারুণ গ্রীষ্মের হাত হইতে মুক্ত হইল মনে করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। একটু ঠাণ্ডা পড়িলে আশুতোষ কতকটা ভাল হইলেন, তখন ভোরে উঠিয়া খুব বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

পীড়ার উপশম।

গাজীপুর গোলাপ ফুল, গোলাপ জল ও গোলাপী আতর প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। বৃহৎ বৃহৎ গোলাপের বাগান দেখিয়া আশুতোষ প্রীত হইলেন। কর্ত্ত বর্ণের



ভাইস-চান্সেলার বেশে আশুতোষ

কত শত ফুল, কোনটি পূর্ণবিকশিত, কোন কোন ফুল অর্দ্ধস্ফুট, কোনটির বা কোরকাবস্থা ; দলে দলে ভ্রমর মধুকর প্রভৃতি মধুর গুঞ্জন করিয়া পুষ্পে পুষ্পে ফিরিতেছে, মন্দ সমীরণে ক্ষুদ্র শাখা আন্দোলিত হইতেছে, কদাচিৎ বা তুই একটি ফুল হইতে শুষ্ক পাপড়ি খসিয়া পড়িতেছে। মধুর সৌরভে চারিদিক সুবাসিত। আশুতোষ দেখিতেন, বৃক্ষে বৃক্ষে নানা আকারের ফুল ; এক একটি বৃহৎ প্রস্ফুটিত গোলাপ স্থলপদ্মকে স্পর্দ্ধা করিয়া মৃত্বপবনে নৃত্য করিত। কোথাও বা উচ্চ-শাখার উপরিভাগে তুই একটি লোহিত পুষ্প যেন নীল আকাশের স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা করিয়া তুলিত। আশুতোষের এ শোভা দেখিয়া আশ মিটিত না। যখনই ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন, অমনি গোলাপ-উদ্যানের নিকট আসিতেন এবং এই অরুণরাগের ঋদ্ধি ও অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ঔষধে কোন উপকার হইল না দেখিয়া আশুতোষ ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। যখনই সুবিধা বুঝিতেন কিছুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিতেন।

পশ্চিমাঞ্চলে জল বড় তুষ্প্রাপ্য। বাঙ্গালার ন্যায়

সুজলা সুফলা ভূমি আর নাই। নয়নপ্রীতিপ্রদ হরিৎ-শস্যসমন্বিত প্রান্তর অথবা স্নিগ্ধচ্ছায়াবহুল তরুরাজি-শোভিত গ্রাম পশ্চিমপ্রদেশে দৃষ্ট হয় না। গাজীপুরে অনেক বাটীর নিকটে ইন্দারা আছে, সহরের অধিবাসিগণ তাহা হইতে জল আহরণ করিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দুর্গাপ্রসাদ বাবুর গৃহের সন্নিকটেও একটি ইন্দারা ছিল। সেই ইন্দারার নিকট বসিয়া একদিন আশুতোষ স্নান করিতেছেন, এমন সময় একটি বালক তৎপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষস্থিত ভীমরুলের চাকে সহসা এক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল।

দৈবক্রমে আরোগ্যলাভ।

ক্রুদ্ধ ভীমরুল প্রকৃত শত্রুর উদ্দেশ করিতে না পারিয়া, নিকটবর্ত্তী স্নাননিরত আশুতোষকে আক্রমণকারী মনে করিয়া তাঁহার গ্রীবাদেশে বিষম দংশন করিল। তন্মুহূর্ত্তে ভীষণ যন্ত্রণা তড়িচ্ছটার ন্যায় সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইল। আশুতোষ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ইন্দারার পার্শ্বে পতিত হইলেন। গৃহের লোকজন সকলেই সর্ব্বদা আশুতোষকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। তাঁহাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করান হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গের

জন্য বহু চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল লাভ হইল না। অন্যান্য সময় তিনি কখনও অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় অজ্ঞান হইয়া থাকিতেন না, এবারে কোনও ক্রমেই আর জ্ঞান হয় না দেখিয়া মাতা ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গাপ্রসাদ বাবু অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। ডাক্তার আনা হইল, কিন্তু কোন উপায়েই কেহ আশুতোষের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। সমস্ত দিন ও রাত্রি তাঁহাকে লইয়া এইভাবে সকলে বসিয়া কাটাইলেন। পরদিন স্নানের বেলায় ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে আশুতোষ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

চেতনা লাভ করিয়া আশুতোষের মনে হইল মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গিয়াছে। শরীর যেন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। সত্যসত্যই সেই দিন হইতে মস্তিষ্কের পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল! এই অলৌকিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিলেন, ভীমরুলের বিষ ব্যাধির বিষ নষ্ট করিয়াছে। উভয় বিষের সহযোগে শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, এমন আশ্চর্য্যজনক দৈব উপায়ে উপশম না হইলে শেষ ফল কি দাঁড়াইত কে

জানে? কিন্তু আশুতোষের শরীর তখনও খুব দুর্ব্বল ছিল। আরও কিছুদিন গাজীপুরে অবস্থিতি করিয়া আগষ্ট মাসের শেষভাগে সকলে পুনরায় ভবানীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

টাইফয়েড্ জ্বর।

এই পর্য্যন্তই আশুতোষের কষ্টের শেষ হইল না। ভবানীপুর আসিয়া কিছুদিন পরে যেমন একটু একটু পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন, অমনি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে টাই-ফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। চতুর্দ্দশ দিবস শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ছিল। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই জ্বর বন্ধ করিতে না পারিয়া তাঁহারা জ্বরের উপরই কুইনাইন প্রয়োগ করিলেন, এবং বহু কষ্ট করিয়া তাহাতেই জ্বর বন্ধ করিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে শরীরে বলাধান হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বড় দুর্ব্বল রহিয়া গেল। অধিক সময় দক্ষিণ হস্ত পরিচালন করিতে পারিতেন না, এমন কি অনেকক্ষণ লিখিতেও পারিতেন না।

এদিকে নভেম্বর মাসে এফ্. এ. পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। আশুতোষের পিতা, মাতা ও আত্মীয়স্বজন

সকলেই একবাক্যে এবার পরীক্ষা দিতে বারণ করিলেন। সমস্ত বৎসরটা রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া কাটাইয়াছেন, এখনও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, এরূপ অবস্থায় পরীক্ষার চিন্তা ও শ্রম সহ্য হইবে না, পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িবেন ; তদ্ভিন্ন পরীক্ষাতেও ভালরূপ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। এইরূপ নানা যুক্তি দেখাইয়া আশুতোষকে সকলে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন দেখিয়া ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ শেষে আর কোনও আপত্তি করিলেন না।

পরীক্ষার সময়ে আশুতোষ নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। প্রথম বেলা তিন ঘণ্টা লিখিয়াই তাঁহার হস্ত অবশ হইয়া আসিত। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বাটী হইতে বেটারী* লইয়া গিয়া টিফিনের সময় আশুতোষের হস্তে লাগাইয়া দিতেন ; তাড়িত তেজে হস্ত কিছুক্ষণের জন্য সবল হইত। আশুতোষ অপরাহ্লের সকল প্রশ্নেরই উত্তমরূপে উত্তর করিতে পারিলেও, কোন দিন দেড় ঘণ্টা, কোনও দিন বা দুই ঘণ্টার অধিক সময় লিখিতে পারিতেন না। এই পরিশ্রমেই হস্ত

*Electric battery.

অসাড় হইয়া আসিত, শরীরেও বিশেষ দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেন। এইরূপে কোনও ক্রমে এফ্. এ. পরীক্ষা দেওয়া হইল। সুতরাং ইহার ফলের জন্য কাহারও তেমন আগ্রহ রহিল না। একমাস পরে কলিকাতা গেজেটে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে সকলে সবিস্ময় দেখিলেন আশুতোষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। সম্বৎসর ব্যাধিতে ভুগিয়া ও নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত না লিখিয়াই তৃতীয় স্থান লাভ করিতে পারায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। সেই বৎসর সুস্থ শরীরে পাঠ করিতে পারিলে, কিম্বা পরীক্ষা দিতে পারিলে, কি ফল হইত, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এফ্. এ. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি প্রসিদ্ধ ছাত্র। আপনার কৃতিত্ববলে গিরীন্দ্র বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন মৎস্য অথবা মাংস আহার না করিলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায়। আশুতোষ কিন্তু মস্তিষ্ক পীড়ার পর হইতে মৎস্য ও মাংস আহার

পরিত্যাগ করিলেন। তিনি একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর উহা স্পর্শও করেন নাই। ইহাতে তাঁহার শরীরের কোন ক্ষতি তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আশুতোষের খুব কঠিন পেটের অসুখ হয়। চিকিৎসকগণ বহু চেষ্টাতেও পীড়ার উপশম করিতে না পারিয়া তাঁহাকে মাগুর মাছের ঝোল ও ভাত পথ্য দেন। এই পথ্যে চারি পাঁচ দিন মধ্যেই তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু তিনি কখনও মৎস্য কিম্বা মাংস ভালবাসিতেন না। নানা কারণে মাংস বৎসরে দুই তিন দিনের অধিক খাওয়াই হইত না, মৎস্যেও তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল না। আশুতোষ তৎপরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতেন।

সেই বৎসর (১৮৮১ খৃঃ) ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদের সিনেটের সভ্য হইবার প্রস্তাব হয়। কাজকর্ম্ম খুব বেশী ও অবসর মাত্রও নাই, এবং সম্ভবতঃ সময়মত সভায় যোগদান করিতেই পারিবেন না, এই সব বিবেচনা করিয়া গঙ্গাপ্রসাদ সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন না ; রাধিকাপ্রসাদ 'ফেলো' হইলেন। তাঁহার নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কাগজপত্র, মিনিট্স্, ক্যালেণ্ডার

প্রভৃতি আসিত। আশুতোষ বিস্ময়বিমোহিতচিত্তে নিভৃতে বসিয়া ঐ সব কাগজপত্র ও মিনিট্‌স্‌ পাঠ করিতেন। উহা তাঁহার এত ভাল লাগিত যে সময় পাইলেই মিনিট্‌স্‌ খুলিয়া বসিতেন ও তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা গভীর মনঃসংযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। ঐ সকল নীরস ও অপ্রয়োজনীয় কথা পাঠ করিতে তাঁহার একটুকুও বিরক্তি বা ক্লান্তি ছিল না। উত্তরকালে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রাণ, তিনিই ছিলেন মস্তক এবং তিনিই ছিলেন কর্ম্মশক্তি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর সহিত এইরূপে তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বি. এ. পরীক্ষা

এফ্. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর এক মাসের ভিতরেই আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের পুস্তকগুলি পড়িয়া ফেলিলেন। অনেক গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে পাঠ করা ছিল, জানুয়ারী মাসেই বি. এ.র ইংরাজী অধীত হইয়া গেল। তৎকালে বি. এ. পরীক্ষা এ কোর্স, ও বি কোর্স এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু উহাতে একটু বিশেষত্ব ছিল। উহার সহিত বর্ত্তমান কালের সহজ পরীক্ষা উপমিত হইতে পারে না।

এ কোর্সে—ইংরাজী, গণিত, সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস ও অতিরিক্ত-গণিত এই কয়েকটি বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরীক্ষার্থীকে প্রথম দুইটি, এবং শেষোক্ত চারিটী বিষয়ের মধ্যে তিনটী নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হইত। সুতরাং এ কোর্সে পাঁচটি বিষয় পড়িবার নিয়ম ছিল, ইহার সমস্ত বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হইত। পাঁচ দিন ধরিয়া পরীক্ষা হইত।

বি কোর্সে—ইংরাজী, গণিত, ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রি অথবা প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িতে হইত। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি এবং অবশিষ্টগুলির যে কোন দুইটী লইলেই চলিত। যাঁহারা বি কোর্স লইতেন, তাঁহারা চারিটি মাত্র বিষয় অধ্যয়ন করিতেন। চারি দিনে চারি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হইত।

বি কোর্সের ছাত্রদের সুবিধা।

শুনিতে পাই আমাদের দেশের যুবকবৃন্দকে বিজ্ঞান-শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই নিমিত্ত এ কোর্সের ছাত্র কেহ বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিতে পারিতেন না। না পারিবারই কথা। একে ত একটী অধিক বিষয় পড়িতে হইত, তদুপরি সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বেশী নম্বর পাওয়া যায় না। দর্শনশাস্ত্রে ১০০ নম্বরের মধ্যে কেহ ৮০ নম্বর পাইলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেন। অথচ ফিজিক্স্ কিম্বা কেমিষ্ট্রিতে অনেকে প্রায় পূর্ণ সংখ্যাই প্রাপ্ত হইতেন। কেবল ইহাই নহে। এ কোর্সের পাঠ্য প্রতি বিষয়ে এক শত করিয়া মোট পাঁচ শত নম্বর ছিল ; বি কোর্সে ইংরাজী ও অঙ্কে একশত করিয়া নম্বর থাকিত। তদ্ভিন্ন

অন্য দুই বিষয়ে দেড় শত করিয়া নম্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার ফলে ১৮৭৪ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে একমাত্র মজঃফরপুরের সুপ্রসিদ্ধ মিঃ প্রিঙ্গল্ কেনেডি ব্যতীত অন্য কেহ এ কোর্স লইয়া প্রথম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় অনেকদিন হইল এ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

আশুতোষ কোন কোর্স লইবেন প্রথমে তাহা লইয়া একটু গোলে পড়িলেন। পূর্ব্ব দুই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি সমস্ত দিক পর্য্যালোচনা করিয়া এ কোর্স লইয়া বি. এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও অতিরিক্ত-গণিত এই পঞ্চ বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন। আশুতোষ নিজে যে সকল বিষয়ে সমধিক পারদর্শী তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কঠিনতর পঞ্চবিষয়যুক্ত এ কোর্স লইয়াই প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করিলেন। উত্তরকালে যাঁহার মনের দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেশবাসীর শিক্ষাস্থল

হইয়াছিল, এই ঘটনা তাঁহার অদম্য মানসিক বলের একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ মাত্র। পরবর্ত্তী জীবনে শত ক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিপক্ষতা যাঁহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, কর্ত্তব্যের গুরুত্ব প্রথম জীবনেও তাঁহার নির্ভীক হৃদয়ে ভীতির ছায়াপাত করিতে সমর্থ হইল না।

ডাঃ বুথ ও আশুতোষ।

অতিরিক্ত-গণিতের শ্রেণীতে আরও কয়েকজন ছাত্র ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়ে গণিতাচার্য্য ডাঃ ডব্লিউ. বুথ প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের অধ্যাপক। তিনি প্রথম হইতেই আশুতোষের সরল প্রকৃতি ও গণিতানুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রফেসার বুথ আশুতোষকে মনের মত করিয়া পড়াইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং প্রথম দিনেই এক ঘণ্টায় একখানি কঠিন পুস্তকের* ৭৫ পৃষ্ঠা পড়াইয়া ফেলিলেন! অধ্যাপক কেবল পাতা উল্টাইয়া গেলেন আর বলিতে লাগিলেন, এ সকল অতি সহজ, কি আর বুঝাইব? আশুতোষের ঐ পুস্তকখানি পূর্ব্বে পড়া ছিল, তাঁহার কিছুই অসুবিধা হইল না, কিন্তু যাঁহারা নূতন পড়িতে আসিয়াছিলেন,

* Salmon's *Conic Section*.

তাঁহারা ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া অতিরিক্ত-গণিত পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য বিষয় গ্রহণ করিলেন। আশুতোষ একাই এক শ্রেণীতে পাঠ করিতে লাগিলেন। গণিতাচার্য্য বুথ অধ্যাপক, তীক্ষ্ণধী আশুতোষ ছাত্র,—মণিকাঞ্চন যোগ হইল। এমন যোগাযোগ কাহারও জীবনে ঘটিয়াছে কি না জানি না; যাঁহার ঘটে তিনি সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই। অধ্যাপক বুথ দুই বৎসরে আশুতোষকে বি.এ.র গণিত পড়াইয়া শেষ করিয়া এম. এ. পরীক্ষারও অধিকাংশ পুস্তক পড়াইয়া দিলেন।

সতর্কতা।

কিন্তু এবারে আশুতোষ কিছুতেই পরিমাণাতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন না। অধ্যয়নের নিমিত্ত কোনও ক্রমে অধিক রাত্রি জাগরণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক বাহিরের শীতল বাতাসে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া পড়িতে বসিতেন। সায়ংকালে মুগুর লইয়া নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতেন। প্রথমবারের পীড়ার কথা বিশেষ মনে ছিল না; কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বেই যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, যে ভীষণ যন্ত্রণায় অহরহঃ ভুগিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিতেন। সুতরাং

এক্ষণে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন।

আশুতোষ অতি শিশুকাল হইতে সময় নষ্ট করিতে অনভ্যস্ত। অমূল্য মুহূর্ত্তসকল লইয়া মনুষ্যজীবন, ইহা গঙ্গাপ্রসাদ শৈশবে পুত্রের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। কলেজে অবসর পাইলেই আশুতোষ লাইব্রেরীতে গিয়া বসিতে ভাল বাসিতেন। বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেন। কখনও নির্ব্বাক্ হইয়া গ্রন্থরাশির দিকে চাহিয়া থাকিতেন; কখনও বা যাঁহারা এই সকল অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা তাঁহাদিগের অসীম জ্ঞানের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

সদ্‌গ্রন্থ ও স্থায়িত্ব।

বাস্তবিক, সদ্‌গ্রন্থের ন্যায় বুঝি আর কিছুই জগতে স্থায়িত্ব দিতে পারে না। রামায়ণের বিষয়ীভূত মহারাজ দশরথের সে বিশাল অযোধ্যাপুরী কোথায়? সেই অসংখ্য প্রাসাদ, বিপণি, ক্রীড়াক্ষেত্র, দুঃখলেশশূন্য অধিবাসিবৃন্দ—সব যেন কোন্ দেশে উড়িয়া গিয়াছে। এই বিশাল ভারতে কত নরপতি খদ্যোতের ন্যায় কত ক্ষুদ্র প্রদেশ ক্ষণেকের তরে আলোকিত করিয়া কালচক্রের আবর্ত্তনে কোন্

প্রদেশে অন্তর্হিত হইলেন, তাহার সন্ধান নাই। কিন্তু তমসাতীরবর্ত্তী শান্তরসপ্রধান আশ্রমে বসিয়া মহামুনি বাল্মীকি অমর ভাষায় যে মহাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, আজিও তাহার পত্র জীর্ণ হইল না, ভারতবাসী সাগ্রহে তাহা পাঠ করিয়া অপার আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিতেছে।

কোথায় সেই নবরত্নসভা, আর কোথায় সেই বিদ্যোৎসাহী নরপাল বিক্রমাদিত্য? তাঁহাদের জড়দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা কাব্য-নাটকাদির পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে নিত্য আমাদিগকে নানা রূপে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। মানুষ বড় স্থায়িত্বাভিলাষী। জড়বস্তু যাহা দুদিনেই রূপান্তর পরিগ্রহ করে, তাহা কি স্থায়িত্ব দিতে পারে? জ্ঞান নিত্য ও অবিনশ্বর। এই জ্ঞানের যিনি অধিকারী তিনি ধন্য, তাঁহার মনুষ্যজন্ম সার্থক।

সদ্‌গ্রন্থ মানুষের প্রকৃত বন্ধু এ কথা বহুপ্রকারে বহু ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ বলিয়া গিয়াছেন। যিনি সদ্‌গ্রন্থ ভালবাসেন, এ জীবনে তাঁহার কখনও বিশ্বস্ত বন্ধু, সুবিজ্ঞ মন্ত্রী, সুরসিক সহচর অথবা শান্তি-দাতার অভাব হয় না। অধ্যয়নদ্বারা মানুষ সমস্ত

অবস্থাতে ও সকল ঋতুতে নির্দ্দোষ আমোদের সহিত মনের প্রফুল্লতা লাভ করিতে পারে।

ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার পাঠাগারে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিক্‌স্থ পুস্তকরাশির দিকে যখন দৃষ্টিপাত করিতেন, তাঁহার মনে হইত সেকালের সেই জ্ঞানপ্রদীপ্ত মহিমমণ্ডিত মহাপুরুষগণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু যেন তাঁহার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি বলিতেন, 'বন্ধুগণ কখনও আমাকে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানদ্বারা সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। আমি ইঁহাদের সহিত নিত্য সদালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হই।'

সদ্‌গ্রন্থ আমাদিগকে সাধারণ আমোদপ্রমোদ অপেক্ষা উচ্চতর জগতের ক্রীড়ারসে ডুবাইয়া রাখে। বস্তুতঃ পুস্তকাগার স্বপ্নরাজ্যের সহিত উপমিত হইতে পারে। এখানে আসিলে আমরা গৃহে বসিয়াই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে পারি। গৃহে বসিয়া কুক ড্রেক প্রভৃতির সহযাত্রী হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসি ; লিভিংষ্টোন্ ও ষ্ট্যান্‌লির সহিত অদ্ভুত অধিবাসি-পরিবৃত, বিচিত্রনদনদীশোভিত আফ্রিকায় বিচরণ করি, হামবোল্ট্ ও হার্সেলের সাহচর্য্যে সৌরজগতে পরিভ্রমণ করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হই।



আশুতোষ

(১৯০৮)

কখনও ইতিহাস পাঠে কোন জাতির উত্থান-পতন দেখিয়া বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হই, কখনও বা কাব্য, নাটক, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করি। দর্শন আমাদিগকে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং ভগবানের সহিত মানবের সম্বন্ধ বিচার করিতে করিতে উর্দ্ধজগতে লইয়া যায়, এবং জড়বিজ্ঞান প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রদর্শন করাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে। ঐশ্বর্য্যশালী ধনীর ও কপর্দ্দকহীন ভিখারীর এখানে সমান অধিকার। সদ্‌গ্রন্থ ধনবানকে সার তথ্য প্রদান করিয়া গরীবের নিকট তাহা লুক্কায়িত রাখে না। তাহার ঐশ্বর্য্যরাশি সে জগতের নিকট উন্মুক্ত রাখিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছা তিনিই পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

আশুতোষ ভাবিয়া ভাবিয়া আপন আলয়ে পুস্তকাগার স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। গণিতানু-রাগী আশুতোষ কলেজে পড়া আরম্ভ করিয়াই নানাবিধ গণিত-পুস্তক সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার লাইব্রেরীতে বড় বড় বই থাকিবে, অনেক দেশী বিদেশী মাসিক পত্রাদি থাকিবে, ইহা তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। চারি বৎসরে বহু খবরের কাগজ কিনিয়া ফেলিলেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় তাঁহার

পনের হাজার টাকা মূল্যের পুস্তকরাশি সংগৃহীত হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরীতে বহু মাসিকপত্র আসিত। তন্মধ্যে "এডুকেশন্যাল টাইমস্" (*Educational Times*) নামে এক খানি কাগজ আসিত, উহাতে ইউরোপের প্রখ্যাতযশা পণ্ডিতবর্গ নানা প্রকারের সমস্যা (problems) প্রেরণ করিতেন। কেহ প্রশ্ন করিতেন, কেহ উত্তর লিখিয়া দিতেন।

গণিতে মৌলিক তথ্যানুসন্ধান।

উত্তরগুলিও ঐ কাগজেই প্রকাশিত হইত। এক একটি সমস্যা এমন জটিল ও এত দুরূহ থাকিত যে, অনেকদিন অবধি তাহার কোন সমাধান হইত না। কোন কোন প্রশ্ন দশ-বিশ বৎসর পর্য্যন্তও অমীমাংসিত থাকিত, পণ্ডিতমণ্ডলী বহু গবেষণার পর উত্তর আবিষ্কার করিতেন। এই কাগজে সমস্যা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আশুতোষের প্রবল আগ্রহ হইল। তিনিও সমস্যা প্রেরণ করিবেন ও মীমাংসা করিয়া দিবেন এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে গণিতশাস্ত্রের মৌলিক তথ্যানুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেক নূতন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে যত্নশীল হইলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের

এপ্রিল মাসে পুনরায় গণিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ * লিখিয়া কেম্ব্রিজে পাঠাইলেন, এটিও পূর্ব্ববর্ত্তী কাগজে প্রকাশিত হইল।

বি. এ. পরীক্ষার ফল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বি. এ. পরীক্ষা হইয়া গেল। বলা বাহুল্য এই বৎসর আশুতোষই শীর্ষ-স্থান অধিকার করিলেন। প্রথম ত হইলেনই তাহার মধ্যেও একটু বিশেষত্ব ছিল। আশুতোষ পঞ্চ বিষয়ের তিন বিষয়েই প্রথম স্থান লাভ করিলেন। দর্শনশাস্ত্রে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৬ পাইয়া পরীক্ষককে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। গণিত,বিজ্ঞান কিম্বা রসায়নে অনেক পরীক্ষার্থী ঐরূপ নম্বর পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু দর্শনের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৬ নম্বর এ পর্য্যন্ত আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই। আশুতোষ গড়েও প্রথম হইলেন। এইবারে পূর্ব্ব দুই পরীক্ষা ঢাকা পড়িয়া গেল। ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা, ও অধ্যবসায়ের শুভফল প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিমল আনন্দ লাভ করিলেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব

* Extension of a Theorem of Salmons ; *Cambridge Messenger of Mathematics,* Vol. 13.

সকলেই এতদিনে আশুতোষের গুণের অনুরূপ পুরস্কার হইয়াছে মনে করিয়া সুখী হইলেন।

আশুতোষ যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন (১৮৮৩ খৃঃ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার্‌সিপের পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া ঐ অর্থে বিলাতে ছাত্র পাঠাইবার এক প্রস্তাব হয়। বোম্বাই প্রদেশের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ মহোদয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন বড় কাজ করিবার সাহায্যার্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে দুই লক্ষ টাকা অর্পণ করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় গোলযোগ।

Mr. Premchand Roychand expressed a hope "that the money should be devoted to some one large object or to a portion of some large object for which it might in itself be insufficient".

ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এমন বদান্য দাতাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নামানুসারে এক পরীক্ষার সৃষ্টি করিলেন। দুই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ তৎকালে বৎসরে দশ সহস্র মুদ্রা হইত। স্থির হইল, এম্. এ. পরীক্ষার পর এই নূতন পরীক্ষাতে যিনি প্রথম

স্থান লাভ করিবেন, তাঁহাকে ঐ সুদের দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা মুখোজ্জ্বলকারী ছাত্র তাঁহারা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোষিক এই দশ সহস্র মুদ্রার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন।

যুবক আশুতোষের মন এই পরীক্ষা তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে নিতান্ত পীড়িত হইল। অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইবেন, এবং হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন। হঠাৎ এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া আশুতোষ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তিনি সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরীক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রচার করিলেন। সমস্ত বিষয়েই আমাদের পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। যাঁহারা ইউরোপে গমন করেন, তাঁহাদের সকলেই যে মহাপণ্ডিত হইয়া ফিরিবেন সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কোথায়? পরন্তু, যাঁহারা কেবল এদেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরেও অনেক মহাপ্রাজ্ঞ ও যশস্বী ব্যক্তি আছেন। এদেশেও উচ্চশিক্ষার সম্যক

ব্যবস্থা করা উচিত ও তাহা বিশ্ববিদ্যালয়েরই করা কর্ত্তব্য। এই সকল কথা অনেক যুক্তি ও মতের সহিত উল্লেখ করিয়া আশুতোষ তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহাতে নিজের নাম দিলেন না। পাছে অপরিণতবয়স্ক যুবকের কথা মনে করিয়া পুস্তকের যুক্তিজাল অগ্রাহ্য হয়, এইজন্য এ সতর্কতা অবলম্বিত হইল। পুস্তকের নিম্নে 'Nebeos' এই নাম মুদ্রিত হইল। সুখের বিষয় সিণ্ডিকেটের সভ্যমহোদয়-গণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া পরীক্ষা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়া এক সভা স্থাপন করেন, তাহার নাম ছিল 'প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়ন'। এই সভা বাদানুবাদ ও তর্কের ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। আশুতোষ বালককালে মুখচোরা ছিলেন, কিন্তু এখানে তাঁহার বক্তৃতাশক্তির পরিচয় পাইয়া ছাত্রগণ তাঁহাকেই আপনাদের সভার সম্পাদক করিয়া লইলেন। আশুতোষ তখন খুব বক্তৃতা করিতেন।

সেই সময়ে সুবিখ্যাত বাগ্মী স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কারাবাস ঘটে। তিনি যে দিন জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, সে দিন

কলিকাতা অতি ভীষণ আন্দোলনে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। যেখানে সেখানে সভা আর বক্তৃতা। আশুতোষ ডাফ্ কলেজের সভায় ও কালীঘাটের এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই রকম বক্তৃতা নিতান্ত নিষ্ফল বুঝিয়া আর কখনও বৃথা বক্তৃতা করেন নাই।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল অল্‌কট্ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি এদেশে আসিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় দেশমধ্যে খুব থিওসফির ধূম লাগিয়া গেল। যেখানে সেখানে থিওসফির আলোচনা ও থিওসফির বক্তৃতা। আশুতোষও তিন বৎসর থিওসফি পাঠ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তৎকালে একদিন ট্রাম হইতে নামিবার সময় তাঁহার গায়ের চাদরখানা ট্রামে জড়াইয়া গিয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। হঠাৎ পড়িয়া যাওয়াতে খুব আঘাতও পাইলেন। সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন আর চাদর ব্যবহার করিবেন না। এই কথা শুনিয়া কলেজের অন্যান্য ছাত্রগণ খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। পর দিবস যখন কলেজে আসিলেন, আশুতোষ কেবল কোট পরিয়া আসিলেন, চাদর আনিলেন না। ছাত্রগণ সারি

দিয়া আশুতোষের কাণ্ড দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি যখন বিনা চাদরে ট্রাম হইতে অবতরণ করিলেন, সকলে করতালি দিয়া উঠিলেন। কিন্তু আশুতোষ তাহাতে একটুকুও দমিলেন না। তাঁহার অসাধারণত্ব এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত কার্য্যে নিরন্তর প্রতিভাত হইত। অতঃপর তিনি আর কখনও চাদর লইয়া কলেজে গমন করেন নাই। এখন ত চাদর ব্যবহার এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে; কিন্তু তৎকালে যাঁহারা উত্তরীয় ব্যবহার না করিতেন, তাঁহারা শ্লেষের সহিত 'চাদর-নিবারণী সভার' সভ্য নামে অভিহিত হইতেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যখন সার্ট, কোট প্রভৃতি সাহেবী সজ্জার প্রচলন ছিল না, তখন কাপড় ও তৎসহ একখানি চাদর ব্যবহৃত হইত। উহার নাম 'জোড়'। এখনও কাহাকেও দিতে হইলে কাপড় ও চাদরের 'জোড়' দিতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান পোষাকে সাবেকী কাপড় চাদর আছে, সাহেবী কোর্ট সার্ট ও পায়জামা আছে, তদুপরি নবাবী আমলের পরিচ্ছদেরও কিছু পরিশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, পরিচ্ছদের এই গুরুভার এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এম. এ. ও ষ্টুডেণ্ট্ সিপ্ পরীক্ষা

মৌলিক তথ্যানুসন্ধান

এই সময়ে কলিকাতার কতিপয় শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্ম ভদ্রলোক মিলিত হইয়া 'সিটি কলেজ' স্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে পরলোকগত মহাত্মা আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাসের চেষ্টা ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিটি কলেজ প্রথমে একটি স্কুল ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্কুলটি কলেজে পরিণত করা হইলে, বিশ্ববিদ্যালয় এই নূতন কলেজ হইতে ছাত্রগণকে এফ্. এ. পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই সিটি কলেজ বি. এ. পরীক্ষাতে ছাত্র প্রেরণ করিবার অধিকার লাভ করে। তখন হইতে ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। এই কলেজের পুরস্কার-বিতরণ সভায় হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালী এখন সব বিষয়েই অগ্রসর হইতেছেন।

বাঙ্গালী যদি এমন কলেজ করিয়া চালাইতে সমর্থ হন, তবে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কিছু করিবার দরকার নাই। উচ্চশিক্ষার ভার ও দায়িত্ব আমরা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি।” স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি মেট্রপলিটান্ কলেজের (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) শিক্ষা ও বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রগুলিতে, বিশেষতঃ “বঙ্গবাসী” কাগজে স্যর রমেশ-চন্দ্রের এই মন্তব্যের যথেষ্ট আলোচনা হইল। সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথার সমর্থন করিলেন, উচ্চশিক্ষার ভার আমরা নিজেরা এখন হাতে লইতে পারি, আর অন্যের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই

আশুতোষের এই সব গোলযোগ আদৌ ভাল লাগিল না। আমরা কি করিয়াছি যে উচ্চশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব আপনাদের স্কন্ধে বহন করিতে সমর্থ হইয়াছি? আমাদের না আছে ইচ্ছা, না আছে সামর্থ্য, না আছে শ্রমশীলতা। আমরা প্রতিজ্ঞা করি পালন করি না, আস্ফালন করি কার্য্য করি না, বড় বড় আশার কথা কল্পনা করিয়া নিজেদের দৈন্য দ্বারা পরাভূত হই। আমরা কি সাহসে দেশের উচ্চশিক্ষার গুরুভার মাথা পাতিয়া লইব? ইহার জন্য যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন,

আমাদের মধ্যে কে তাহা করিতে প্রস্তুত ? আশুতোষ "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" কাগজের সম্পাদক মিঃ নাইটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন ও স্থির করিলেন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। দুই একদিন পরেই A. M. স্বাক্ষরিত বড় বড় প্রতিবাদ-পত্র ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

সহসা এমন ভাবে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের কথার প্রতিবাদ হইতে দেখিয়া দেশবাসী বিস্মিত হইল। পরলোকগত মিঃ এন্‌. এন্‌. ঘোষ মহাশয় আশুতোষের প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রতিবাদ-পত্রগুলি কাহার লেখা তাহা লইয়া শিক্ষিত-সমাজে খুব বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অনেকেই অনেককে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। এমন সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধের অবতারণা একজন যুবকের পক্ষে অসম্ভব, কাজেই আশুতোষ যে লেখক, এ কথা কাহারও মনেই আসিল না। এদিকে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে অনবরত প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকিল। প্রত্যেক প্রবন্ধটির নীচে A. M. এই দুটি অক্ষর থাকিত; উহা দেখিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক মিঃ রো আশুতোষকে ধরিয়া ফেলিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। সেই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় এম্. এ. পরীক্ষার সময় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ফেব্রুয়ারী মাসে এম্. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইত, ১৮৮৪ খৃঃ হইতে নভেম্বর মাসে পরীক্ষা হইবার নিয়ম হইল।

পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বি. এ. পরীক্ষার এক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেই আশুতোষ ইংরাজীতে এম্. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বি. এ. পড়িতেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে এম্. এ. পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলিও পাঠ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধ্যাপক রো কিছুতেই আশুতোষকে এক সঙ্গে দুই পরীক্ষা দিতে দিলেন না। রো সাহেব বলিতে লাগিলেন, 'তাহা হইলে বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হইতে পারিবে না।' অবশেষে রো সাহেবের কথাই মানিতে হইল। কিন্তু আশুতোষ ইংরাজীতে এম্. এ. পরীক্ষার জন্য কষ্ট করিয়া সমস্তগুলি পুস্তক তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলেও, প্রথম চেষ্টায় বাধা পাইয়া আর ইংরাজীতে এম্. এ. পরীক্ষা দিলেন না। পর বৎসর নভেম্বর

মাসে আশুতোষ গণিতশাস্ত্রে এম্‌. এ. পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন এবং স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইলেন।

সেই বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার্‌সিপ্‌ পরীক্ষারও নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে যে নিয়ম ছিল তাহাতে পঞ্চ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইত; কিন্তু সংশোধিত বিধান অনুসারে তিন বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। এক বৎসর সাহিত্য ও এক বৎসর গণিত-বিজ্ঞানের পরীক্ষা গৃহীত হইবে, এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হইল। ১৮৮৬ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তিত নিয়মে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। তৎপরে ১৯০৮ হইতে এই নিয়মের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে এই বৃত্তির অর্থ মৌলিক তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃত সহায়করূপে নিয়োজিত হইতেছে।

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই আশুতোষ ষ্টুডেণ্ট্‌-সিপ্‌ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বি. এ.তে যে পঞ্চ বিষয় লইয়াছিলেন, অর্থাৎ ইংরাজী, দর্শন, সংস্কৃত, গণিত এবং অতিরিক্ত-গণিত—তাহাই ষ্টুডেণ্ট্‌-সিপ্‌ পরীক্ষাতেও লইবেন, এই তাঁহার মনের সঙ্কল্প ছিল। সেই জন্য বি. এ. পাশ করিয়াই গণিতে

এম্. এ. পড়িতেন এবং সমস্ত দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরেটরীতে কার্য্য করিয়া বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে আশুতোষ গণিত-বিজ্ঞানেই ষ্টুডেন্ট্সিপ্ পরীক্ষা দিবেন স্থির করিলেন। সেই জন্য বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত এবং বিজ্ঞান এই তিন বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন। ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখিত হইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আশুতোষের খুল্লতাত ইঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদ সিনেটের সভ্য ছিলেন। তাঁহার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল কাগজপত্র এবং মিনিট্স্ যাইত, আশুতোষ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেগুলি পাঠ করিতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত কোন ধারাবাহিক ইতিহাস জানিবার তাঁহার সুবিধা ছিল না। এতদিন পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। মিষ্টার ডব্লিউ. এ. মন্ট্রাইও (Mr. W. A. Montriou) নামে একজন ব্যারিষ্টার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের

অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরের উপাধি-বিতরণ সভাতে ভাইস্‌-চান্সেলার সুপ্রসিদ্ধ সি. পি. ইলবার্ট মহোদয় মিঃ মণ্ট্রাইওর সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, 'বর্ত্তমান হাইকোর্টে মিঃ মণ্ট্রাইওর দুইজন ছাত্র বিচার-পতির সম্মানিত পদে আসীন।' মণ্ট্রাইও সাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার লাইব্রেরী নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। মিঃ মণ্ট্রাইও সিনেটের সভ্য ছিলেন এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক খবর রাখিতেন। তাঁহার নিকট এক প্রস্থ কেলেণ্ডার ও মিনিট্‌স্‌ ছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম হইতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিলামে আশুতোষ সেই সব কেলেণ্ডার ও মিনিট্‌স্‌ কিনিয়া ছয় মাসের মধ্যেই সেগুলি পড়িয়া ফেলিলেন। অমন নীরস জিনিষ পড়িতেও আশুতোষের কিছুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত না। তিনি নীরবে একান্ত-মনে নির্জ্জন পাঠগৃহে ঐ সকল পুরাতন কথা অতি অপূর্ব্ব সুখপাঠ্য সংবাদের ন্যায় পাঠ করিতেন। অন্যান্য ছাত্রগণ যে সময়টা বৃথা কার্য্যে কিম্বা উপন্যাসাদি কৌতূহল-জনক পুস্তক পাঠ করিয়া কাটাইতেন, আশুতোষ সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কথা লইয়া ব্যাপৃত

থাকিতেন। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত খবর ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার আয়ত্ত হইয়া গেল।

এদিকে দিবসে ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত কলেজের লেবরেটরীতে কার্য্য করিতেন, বাড়ীতে গণিত-শাস্ত্রের যত কঠিন কঠিন পুস্তক তাহাই পাঠ করিতেন। তৎকালে ম্যাক্‌স্‌ওয়েল কৃত ইলেক্‌ট্রিসিটি (Maxwell's Electricity) নামক পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া আশুতোষ বিপদে পড়িলেন। উহার ভিতরে এমন সকল কঠিন অঙ্ক আছে যাহা আশুতোষ তখন বুঝিতে পারিতেন না। কোন কাজ অর্দ্ধেক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পিতার সেই "ভাল ক'রে শেখা চাই" এই সূত্রই তাঁহার জীবনের উন্নতির মূলমন্ত্র হইয়াছিল। জেদ হইল এই পুস্তকখানি পড়িতেই হইবে। আশুতোষ উহা লইয়া একদিন অধ্যাপক ইলিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিলেন। ইলিয়ট সাহেব বলিলেন ঐ বইখানা তাঁহার ভাল পড়া নাই। বিশেষতঃ তিনি যখন কেম্ব্রিজে পাঠ করেন, তখন উহা প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এক্ষণে "ম্যাক্‌স্‌ওয়েল" পড়ান তাঁহার পক্ষে শক্ত। আশুতোষ ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এদেশে পড়াশুনার কত অসুবিধা সেই সম্বন্ধে আশুতোষ কেম্ব্রিজে অধ্যাপক কেলিকে এক পত্র লেখেন। কেলি উত্তরে লিখিলেন, 'কেম্ব্রিজে দুই তিন জন অধ্যাপক মাত্র ম্যাক্‌স্‌ওয়েল পড়াইতে পারেন। গ্রন্থখানি খুবই কঠিন,' ইত্যাদি। কিন্তু আশুতোষ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ঐ দুরূহ গ্রন্থ পড়িলেন এবং ভাল করিয়াই পড়িলেন। উহার একখানা ফরাসী ভাষার অনুবাদ প্রাপ্ত হন, তাহাতেই খুব সুবিধা হইয়া গেল। ফরাসী ভাষা শিক্ষা করায় উত্তরকালে তাঁহার অনেক বিষয়ে প্রচুর উপকার হইয়াছে। যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা একটী অবশ্যকর্ত্তব্য।

অধ্যাপক কেলির পত্র।

এদিকে মৌলিক তথ্যানুসন্ধান চলিতে লাগিল। আশুতোষ কেম্ব্রিজে প্রফেসার কেলির নামে আর একটী প্রবন্ধ* প্রেরণ করিলেন। উহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লিখিত ছিল। কেলি মহোদয় নিজে উহার

* 'Note on Elliptic Functions,' *Quarterly Journal of Mathematics, Cambridge, Vol. 21.*

উপর এক মন্তব্য লিখিয়া উহার খুব প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধও কেম্‌ব্রিজের এক বড় কাগজে প্রকাশিত হয়।

গণিতশাস্ত্রের যে সমুদয় তথ্য অতি দুরূহ ও জটিল, যাহা সচরাচর কেহ পাঠ করেন না, আশুতোষ

মেকানিক সিলেষ্টি

এক্ষণে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রায় সমস্তই ফরাসী ভাষায় লিখিত। শুভক্ষণে আশুতোষ ফ্রেঞ্চ শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত লাপ্লাসের "মেকানিক সিলেষ্টি"* উচ্চাঙ্গ গণিতের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা যেমন সুন্দর, তেমনি কঠিন, পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। আশুতোষ এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম কঠিন বলিয়া বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে ইহার ইংরাজী অনুবাদের জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। সংবাদ পাইলেন আমেরিকাতে বওডিচ্† নামে এক ব্যক্তি লাপ্লাসের এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

* Laplace, Mecanique Celeste.

† Mr. Bowditch.

কিন্তু বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধানেও সেই অনুবাদের ঠিকানা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

এমন সময় শুনিতে পাইলেন কলিকাতা হাইকোর্টের অনুবাদক বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্তের নিকট একখানি বওডিচের গ্রন্থ আছে। আশুতোষ অবিলম্বে পূর্ণবাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন; তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া প্রথম খণ্ডের অনুবাদ অতি জরাজীর্ণ একখানি পুস্তক লইয়া আসিলেন। এইবারে আশুতোষ অগ্রসর হইবার পথ পাইলেন। তৎপরে বার্লিন নগর হইতে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সংগ্রহ করেন। তৎকালে আর কোন খণ্ড পাওয়া গেল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া যখন হাইকোর্টে উকিল হইলেন, তখন তিন শত মুদ্রা মূল্যে লাপ্লাসের ঐ গ্রন্থের সমগ্র অনুবাদ বিলাত হইতে আনাইয়া লইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে গণিতশাস্ত্রে এম্‌. এ. পরীক্ষাতে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান লাভ করেন।

মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি. এস্‌. আই., মহোদয় মৃত্যুর পূর্ব্বে যে ‘উইল’ করিয়াছিলেন, তাহাতে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসে এক সহস্র টাকা দিবার বন্দোবস্ত ছিল। সর্ত্ত থাকে যে, 'এই অর্থের দশ সহস্র দ্বারা একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন বিষয়ে এক বৎসর বক্তৃতা দেওয়াইতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই এই বক্তৃতা বিনাব্যয়ে শ্রবণ করিতে পারিবেন। অতঃপর সেই বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত করিয়া বিতরিত করা হইবে।' বিশ্ববিদ্যালয় নানা কারণে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এবং অধ্যাপকের পারিশ্রমিক বাৎসরিক নয় হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া হিন্দু আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঠাকুর আইন।

আশুতোষ ইতিমধ্যে ঠাকুর আইনের অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ছিলেন মাননীয় আমীর আলী। অধ্যাপনার বিষয়* ছিল মুসলমান আইন। ইনি পরে হাইকোর্টের

*1884, Ameer Ali, Esq., *The Law relating to Gifts, Trusts and Testamentary Dispositions among the Mahomedans.*

বিচারপতি হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। আমীর আলী মহোদয় বিলাতে অবস্থান করিয়া তথায় নানারূপ কার্য্যে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। অধ্যাপক আমীর আলী একজন হিন্দু ছাত্রকে মুসলমান আইনে এমন পারদর্শী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আশুতোষ পরীক্ষাতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করিলেন।

তৎপর বৎসর অধ্যাপনার বিষয় ছিল হিন্দু আইন,* আর অধ্যাপক ছিলেন রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। আশুতোষ সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইলেন।

তৃতীয় বৎসর মিঃ কে. এম. চাটার্জ্জি, সম্পত্তিসম্বন্ধীয় আইনের † অধ্যাপক ছিলেন। বলা বাহুল্য এ বৎসরও আশুতোষ পুনরায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক লাভ করিলেন। একজন ছাত্রকে উপর্য্যুপরি তিন

* 1885, Krishna Kamal Bhattacharyya, Esq., *The Law relating to the Joint Hindu Family.*

† 1886, K. M. Chatterjee, Esq., *The Law relating to the Transfer of Immovable Property* inter vivos.

বৎসর স্বর্ণপদক লাভ করিতে দেখিয়া অধ্যাপকমণ্ডলী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিস্মিত ও চমকিত হইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিলাতের গণিতসম্বন্ধীয় কাগজে আশুতোষ প্রবন্ধ প্রেরণ করিতেন। এই সূত্রে কেম্ব্রিজের এক বিখ্যাত কাগজের* সম্পাদক মিঃ গ্লেসায়ারের সহিত তাঁহার পত্রে পরিচয় হয়। মিঃ গ্লেসায়ার বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর খ্যাতনামা সভ্য ছিলেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার অনুরোধে সভ্যগণ বাঙ্গালী যুবক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। তৎপর বৎসর কেম্ব্রিজের গণিতাচার্য্য অধ্যাপক কেলি আশুতোষকে এডিনবরার রয়াল সোসাইটির সভ্য করিয়া দিলেন। আশুতোষ F.R.A.S., F.R.S.E. হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী এই সম্মান লাভ করেন নাই।

বিলাতের উপাধিলাভ।

এই সময়ে একদিন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার স্যর

*Cambridge—*Messenger of Mathematics.*

আল্‌ফ্রেড্‌ ক্রফট্‌ আশুতোষকে ডাকিয়া পাঠান। আশুতোষ তাঁহার আফিসে যাইয়া স্যর আল্‌ফ্রেডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে তাঁহার কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ডিরেক্টার মহোদয় প্রথমেই ২৫০৲ টাকা মাহিনা দিতে স্বীকার করিলেন। আশুতোষ উত্তর করিলেন, 'গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করা অতি সম্মানের কথা ; কিন্তু আমি এই ২৫০৲ টাকা মাহিনাতে স্বীকার হইতে পারি না। আমাকে বিলাত-ফেরতদের সমান গ্রেড দিতে হইবে এবং তাঁহাদের ন্যায় দুই-তৃতীয়াংশ হিসাবে বেতন দিতে হইবে। আমাকে কখনও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অন্যত্র বদলি করা হইবে না। আপনি দয়া করিয়া ইহাতে সম্মত হইলে আমি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি।'

স্যর আল্‌ফ্রেড্‌ ও আশুতোষ।

স্যর আল্‌ফ্রেড্‌ একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, 'তুমি কর্ম্ম গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্টের যেখানে প্রয়োজন হইবে তোমাকে সেইখানে যাইতে হইবে। ইহাই চিরন্তন প্রথা। আমরা কেহই ইহার অন্যথাচরণ

করিতে পারি না।' তারপর তুই-তৃতীয়াংশের কথা হইল। উহা বিলাতে ভারত-সচিবের হাত, উহাতে তাঁহার কোন হাত নাই। তবে উহা হয়ত পরে হইতে পারে।

আশুতোষ এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বলিলেন, "তবে আমি প্রফেসারি করিতে ইচ্ছা করি না।"

স্যর আল্‌ফ্রেড্—"তুমি তাহা হইলে কি করিবে?"

আশুতোষ—"আমি হাইকোর্টের উকীল হইতে ইচ্ছা করি।"

স্যর আল্‌ফ্রেড্ বলিলেন, "হাইকোর্টে বহু উকীল আছেন, সেখানে তোমার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আর গেলে যে বড় সুবিধা হইবে তাহা আমার মনে হয় না।"

আশুতোষ তথাপি চাকরি গ্রহণ করিলেন না। "আমি চাই না" বলিয়া চলিয়া আসিলেন। স্যর আল্‌ফ্রেড্ ক্রফট্ মহোদয় ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। একটী বাঙ্গালীর ছেলে মুখের উপর ২৫০৲ টাকা মাহিনার চাকরি 'চাই না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এ ধারণা



ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

তাঁহার ছিল না। এই ঘটনার পর হইতে স্যর আল্‌ফ্রেড্ ক্রফট্ আশুতোষের উপর বরাবর একটু 'বক্র' ছিলেন। তাঁহারও বিশেষ দোষ নাই। তিনি ত আর জানিতেন না, আশুতোষ পরে কি হইতে পারেন? তিনি ২৫০৲ টাকা মাহিনার চাকরি দিয়া মনে করিতেছিলেন, বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইহাতে সন্তুষ্ট না হওয়া তাহার অন্যায়। আমরা এখন বুঝিতেছি আশুতোষ ঐ চাকরি না লইয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছিলেন।

ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল—তাঁহার অর্থের প্রতি স্পৃহাশূন্যতা। এ যুগের মোটরবাহিত ডাক্তারগণের সহিত তাঁহার মোটেই তুলনা হয় না। চিকিৎসা-নৈপুণ্যেও নহে, রোগীর প্রতি সদয় ও সহৃদয় ব্যবহারেও নহে। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ রোগীর নিকট উপস্থিত হইলে রোগী পুলকে উঠিয়া বসিত। আশুতোষের প্রতিভার বিমল জ্যোতি যখন ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল, সেই সময় পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন। তাঁহার অভিলাষ অবগত হইয়া বহু অর্থবান, সঙ্গতিপন্ন সদবংশজাত ব্যক্তি অনেক টাকাকড়ি দিয়া কন্যা

সম্প্রদান করিতে চাহিলেন। এ দেশের একটী ব্রাহ্মণ রাজা নগদ দশ হাজার টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদকে কেহই প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না। অনেক দেখাশুনা ও বাছাবাছির পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে (বাঙ্গালা ৪ঠা মাঘ তারিখে) কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সহিত আশুতোষের বিবাহ হয়। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পুত্রবধূ পাইয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, বৈবাহিকের গৃহ হইতে সামান্য দ্রব্য 'তত্ত্ব' আসিলেই আনন্দে অধীর হইতেন। কেহ সেই সকল দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলিলে অমনি বলিতেন, 'আহা, তাহারা অমন দেবী যখন দিয়াছে, তার বেশী তাদের আছেই বা কি, আর দিবেই বা কি!'

ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ পরীক্ষা

ইংরাজী ১৮৮৬ সালে আশুতোষ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং পুনরায় বিজ্ঞানে এম্‌. এ. পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করিলেন। সিনেট সভা বিনা আপত্তিতে আশুতোষকে পুনরায় এম্‌. এ. পরীক্ষা দিবার অনুমতি

প্রদান করিলেন। আশুতোষ ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ এবং এম্. এ. পরীক্ষা এক সঙ্গেই দিলেন। প্রথম সপ্তাহে সোমবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত সাত দিন ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্ পরীক্ষা হইল; তাহার পরে এক দিনও বিশ্রাম না করিয়া পুনরায় সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত এম্. এ. পরীক্ষা দিলেন। এই ত্রয়োদশ দিবস ৮টা-৯টার সময় আহার করিয়া আসিতেন, সমস্ত দিন লিখিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। আজিকালি অনেকেই দুই বা ততোধিক বিষয়ে এম্. এ. পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু এই রকম পরীক্ষা দিবার পথ আশুতোষই প্রথম প্রদর্শন করেন।

যথা সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। আশুতোষ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিলেন। সে বৎসর অধ্যাপক ইলিয়ট, গিলিল্যাণ্ড ও বুথ ইঁহারা তিনজন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা আশুতোষের কাগজ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। আশুতোষ গণিতের প্রব্লেমের কাগজে পূর্ণ সংখ্যা লাভ করেন। বিজ্ঞানেও ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৬ নম্বর প্রাপ্ত হন। পরীক্ষক মহোদয়গণ নিম্নলিখিত রিপোর্ট দাখিল করেনঃ

"The Examiners for the Premchand Roychand Studentship recommend that the Studentship be awarded to Asutosh Mukerjee, M.A., Presidency College. He took up Pure Mathematics, Mixed Mathematics and Physics. In the first two subjects he passed a brilliant examination, and in the third he acquitted himself very creditably."*

এই বৎসরই আশুতোষ এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াই তিনি অনবরত গণিত সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই সকল প্রবন্ধের ভিতর হইতে দুইটি বিলাতের গণিতের আদি স্থান সুবিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের নাম উল্লেখ করিয়া পাঠ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।† বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী মুক্তহস্তে আশুতোষকে আপনার রত্নরাজি দান করিয়াছিলেন।

আশুতোষ ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৬ পর্য্যন্ত সিটি কলেজে আইন (বি. এল.) পাঠ করেন। তৎকালে অধ্যাপক ছিলেন পরলোকগত মহাত্মা আনন্দমোহন বসু, কালী-

* Calcutta University Minutes for 1886-87, p. 181.

† Edward's *Differential Calculus*, p. 436

চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মিঃ এস. পি. সিংহ প্রভৃতি। তখন কলেজে পড়া হইত। ছাত্রমণ্ডলী এই সকল যশস্বী পুরুষদিগের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

ঐ সঙ্গে আশুতোষ সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তক-চন্দ্রিকা প্রভৃতি টীকাসমেত আশুতোষ পাঠ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের মেধা এবং পাঠে ঐকান্তিকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি পড়িয়া আশুতোষের তৃপ্তি হইল না। তিনি স্বগৃহে স্মৃতিশাস্ত্র পুনরায় ভাল করিয়া পাঠ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং পণ্ডিত গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের নাম ও খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে আহ্বান করিয়া আনিলেন, এবং তাঁহাকে বাটীতে রাখিয়া মন্বাদিশাস্ত্র মনোযোগের সহিত পাঠারম্ভ করিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের উপাধি-বিতরণ সভায় (কন্‌ভোকেশনে) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চান্সেলার

মাননীয় মিষ্টার সি. পি. ইল্‌বার্ট মহোদয় * আশুতোষের খুব প্রশংসা করেন ঃ

"In the M. A. Examination Mr. Asutosh Mookerjee, to whose achievements my predecessor referred in 1884, maintains his pre-eminence as a Mathematician, and, for the sake of the profession to which I belong, I am glad to see that he has devoted himself to the study of the Law, and has carried off the gold medal recently offered for competition among law students by my friend Maharaja Sir Jatindro Mohan Tagore." †

পর বৎসরের প্রারম্ভেই তিনি আশুতোষকে স্বগৃহে আহ্বান করেন। আশুতোষ তাঁহার নিকট গমন করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?"

আশুতোষ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি ইচ্ছা করিলে আমার অনেক উপকার করিতে পারেন। কিন্তু আমি অন্য কিছুই চাহি না। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সিনেট সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করিয়া দিন।"

মিষ্টার ইল্‌বার্ট স্বীকার করিলেন; বলিলেন, "আমি

* The Hon'ble Mr. C. P. Ilbert, M.A., C.S.I., C.I.E.

† Convocation Addresses, Vol. II, p. 513.

তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফেলো’ নিযুক্ত করিয়া দিব, তাহার জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।”

মিষ্টার ইল্‌বার্ট বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন ও তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। আশুতোষ ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কোন বিভাগে বড় চাকরি পাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রার্থনা করিলেন না। সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের নিকট যাহা একান্ত কাম্য, একেবারে আকাশের চাঁদ—আশুতোষ সে দিক দিয়াই গেলেন না। তিনি এমন এক পদ চাহিলেন, যাহার সহিত অর্থের সংস্রব মাত্রও নাই। মিষ্টার ইল্‌বার্টের নিকট তাহা কিছুই নহে। বারম্বার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ অযাচিতভাবে তাঁহাকে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্য অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আপাত-মধুর সুখমোহ কখনও তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার পুরস্কার—তাঁহার বাল্যকালের সঙ্কল্প হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির পদ লাভ। ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ ইল্‌বার্ট পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসেই

নূতন কর্ম্ম * পাইয়া বিলাত চলিয়া গেলেন। ইল্‌বার্ট মহোদয় যদিও আশুতোষের জন্য অনেক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি চলিয়া গেলে উহাতে কোন ফল হইল না। আশুতোষের বয়স অল্প বলিয়া এমন সব লোক প্রতিবাদী হইলেন যে, তিনি কিছুতেই সভ্যপদ লাভ করিতে পারিলেন না।

এম্. এ. পাশ করিয়াই আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। আশুতোষ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি যাহা ধরিতেন তাহার আদ্যন্ত না দেখিয়া কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না।

পরবৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্ পাইয়াই একেবারে এম্. এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিলেন। সুখের বিষয়, এবারে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন। যুবকের প্রগল্‌ভতা দেখিয়া সভায় অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু পরলোকপ্রস্থিত চিকিৎসকশিরোমণি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ গুরুদাস

* Parliamentary Counsel.

বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই মহাত্মার সহায়তায় আশুতোষের আশা পূর্ণ হইল। আশুতোষ অনেকবার বলিয়াছেন, তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ও প্রকৃত বন্ধু তৎকালে চারিটী মাত্র ছিলেন,—ডাঃ সরকার, ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বুথ এবং বিচারপতি ওকেনেলি। ইঁহারা আশুতোষের উন্নতির অনেক সহায়তা করিয়াছেন। যাহা হউক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নিয়োগ পত্র পাইলেন। আশুতোষই ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গণিতের মত কঠিন বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পরীক্ষাতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সহকারী পরীক্ষক হইলেন অধ্যাপক বুথ। তখন হইতে বুথ সাহেব প্রায়ই ভবানীপুরে আশুতোষের বাটীতে গমন করিতেন, এবং সেখানে গুরুশিষ্যে গণিতচর্চ্চা হইত। নভেম্বর মাসে যখন পরীক্ষা গৃহীত হইল, প্রশ্নপত্র দেখিয়া সকলেই যুবক পরীক্ষকের বিদ্যা ও বিচারক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে আশুতোষ প্রতি বৎসর বি. এ. এবং এম. এ.র পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন।

গৃহে অধ্যাপক বুথের সহিত গণিতের যথেষ্ট অনুশীলন চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আবার এক খেয়াল আসিয়া উপস্থিত হইল। এত করিয়া যে

ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত পড়িলেন, সেগুলির কি হইবে? ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যবিষয়ে (Literary Subjects) আর একবার ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়া দরখাস্ত করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই আর মানিলেন না, দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন, "ছেলেটা পরীক্ষা দিতে দিতেই মারা প'ড়্‌বে দেখ্‌ছি।" আশুতোষকে ত কর্ত্তৃপক্ষ পরীক্ষা দিতে দিলেন না, কিন্তু সে বৎসর ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ পাইবার মত ছাত্রও আর পাওয়া গেল না; সুতরাং কেহই পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না।

এই বৎসর (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) এক আশ্চর্য্য ঘটনায় আশুতোষের সহিত হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মিঃ জে ওকেনেলি* মহোদয়ের পরিচয় হয়। সেই সময় যিনি ভারতবর্ষের সার্ভেয়ার-জেনারেল ছিলেন, তাঁহার গণিতশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্বদা বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও প্রকৃত ছাত্রের ন্যায় গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতেন। ইংরাজী ১৮৮৭ সালে এই মহাত্মা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বহুযত্নে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি নিলামে

* Hon'ble Mr. Justice J. O'Kinealy, M.A., LL.D., I.C.S.

বিক্রয় হইবে বলিয়া নোটিশ বাহির হইল। তন্মধ্যে ফরাসী ভাষায় লিখিত উচ্চাঙ্গ গণিতের দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল ; আশুতোষ ঐ পুস্তক দুইখানি ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিলামে উপস্থিত হইলেন। নিলাম আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় একজন ইংরাজ রাজপুরুষ জুড়ি-গাড়ীতে আসিয়া যে ব্যক্তি নিলাম করিতেছিল, তাহাকে দুই একটা কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। অন্যান্য জিনিষের পর উল্লিখিত গণিত-গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে একখানির 'ডাক' আরম্ভ হইল। আশুতোষ যত মূল্যই বলেন, সেই নিলামকারী তদপেক্ষা এক টাকা অধিক ডাকিতে লাগিল। আশুতোষ আশ্চর্য্য হইয়া ক্রমাগত মূল্য বাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এক শত টাকা পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, নিলামকারী ১০১৲ বলিয়া ঐ পুরাতন পুস্তকখানি নিজপার্শ্বে রাখিয়া দিল। আশুতোষ নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির মূল্য আশুতোষ আরও বাড়াইলেন, ১৫০৲ পর্য্যন্ত বলিলেন, নিলামকারী ১৫১৲ বলিয়া উহাও আপনার পার্শ্বে রাখিয়া দিল। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার এদেশে বড় একটা ঘটে না। দুইখানি অতি পুরাতন জরাজীর্ণ গণিত-গ্রন্থ ২৫২৲ টাকায় বিক্রয় হইয়া গেল।

আশুতোষ কৌতূহলবশতঃ সেই নিলামকারী সাহেবকে সহসা এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব কহিল, "জুড়িগাড়ীতে যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি জষ্টিস্ ওকেনেলি; তিনি বলিয়া গেলেন যে দামেই হউক না কেন, এই বই দুইখানি যেন তাঁহার জন্য রাখা হয়।"

এদিকে ওকেনেলি মহোদয় ত দুইখানি পুরাতন পুস্তকের মূল্যের নিমিত্ত ২৫২৲ টাকার বিল পাইয়া অবাক। নিলামকারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙ্গালী যুবক এই বই দুইখানির মূল্য ১০০৲ এবং ১৫০৲ বলিয়াছিলেন, এক টাকা করিয়া বাড়াইয়া তাঁহার জন্য কিনিয়া রাখা হইয়াছে। জষ্টিস্ ওকেনেলি নিলামকারী সাহেবকে টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

পরদিবস হাইকোর্টে গমন করিয়াই ওকেনেলি মহোদয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে বলিলেন, "আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক কোনও বাঙ্গালী যুবককে কি আপনি চিনেন? আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।" আশুতোষ তৎপূর্ব্ব বৎসর হইতে ডাক্তার ঘোষের শিক্ষানবিশ (Articled Clerk)

ছিলেন। ডাক্তার রাসবিহারী, আশুতোষকে বিচারপতি ওকেনেলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া একখানি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। আশুতোষ ওকেনেলি মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ডাক্তার রাসবিহারীর পত্রখানি প্রদান করিলেন। সাহেব পরিচয়-পত্র না খুলিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "আমার নিকট তোমার কোন পরিচয়-পত্র আবশ্যক করে না। এই বই দুইখানিই তোমার যথেষ্ট পরিচয়।" প্রথম সাক্ষাতের দিনই ওকেনেলি মহোদয় এমন ভাবে আশুতোষের সঙ্গে আলাপ করিলেন, যেন কতকালের পুরাতন বন্ধু। যুবক আশুতোষ তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্ত্তায় ও সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। নিলামে ক্রীত সেই দুইখানি গণিত-গ্রন্থ সাহেব তখনই আশুতোষকে উপহার প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে যতদিন এদেশে ছিলেন ওকেনেলি মহোদয় আশুতোষের অকৃত্রিম সুহৃদ ও পরমহিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আশুতোষ চিরদিন কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে বিচারপতি ওকেনেলির সদ্‌গুণরাশির ও প্রীতিপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহারের স্মরণ করিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং ৩০শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে ভর্ত্তি হইলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "ডক্টার অব্ ল" উপাধি লাভ করিলেন।

আশুতোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোভনচরিত্র হেমন্তকুমার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

পারিবারিক দুর্ঘটনা।

শিশুকালে ইঁহার এমন ফুট্‌ফুটে সুন্দর দেহকান্তি ছিল যে, তখন ইঁহাকে যে দেখিত সেই কোলে করিত। হেমন্তকুমার ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দর্শন ও সংস্কৃতে 'অনার' লইয়া বি. এ. পরীক্ষায় অতিশয় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন, এবং পিতামাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া সেই বৎসর ১লা নভেম্বর জ্বর রোগে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর একটী স্বর্ণপদক বি. এ. পরীক্ষায় যে ছাত্র দর্শন

বিষয়ে অনারে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে দেওয়া হইয়া থাকে।

হেমন্তকুমারের অকালমৃত্যুতে প্রৌঢ় গঙ্গাপ্রসাদের বক্ষে যে আঘাত লাগে, তাহাতে ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনী-শক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। মানুষের বিচারবুদ্ধি বা বিচক্ষণতা এইখানে পরাস্ত। গঙ্গাপ্রসাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমে আরও মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। আশুতোষ এমন স্নেহময় পিতার শোকে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের একমাত্র কন্যা হেমলতা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত ছাত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। হেমলতা দেবী পুত্রকন্যাগণকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী অকালে দেহত্যাগ করেন।

কিছুদিন পরে আশুতোষ বিলাতে মিঃ ইল্‌বার্টকে এক পত্র লিখিলেন,—তিনি এখনও কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। মিঃ ইল্‌বার্টের চিঠিপত্রে কোন কাজ হয় নাই, এ কথারও একটু ইঙ্গিত ছিল। যথাসময়ে পত্রের জবাব আসিল; মিঃ ইল্‌বার্ট লিখিলেন, "লর্ড ল্যান্সডাউন রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে আমি তোমার কথা বলিয়া দিলাম।"

কয়েক মাস পরে লর্ড ল্যান্সডাউন রাজপ্রতিনিধি-রূপে ভারতে আগমন করিলেন। তাহার অল্পদিন পরেই ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী আশুতোষ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ফেলো নিযুক্ত হইলেন। সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক বুথ আশুতোষের 'ফেলো'-নিয়োগ সংবাদ লইয়া ভবানীপুর আসিলেন; বলিলেন, আর দুই মাস পরে সিণ্ডিকেটের মেম্বার নির্ব্বাচনের সময়, তখন সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করা চাই। আশুতোষ চিন্তিত হইলেন। তাহা কি সম্ভব? মাত্র দুই মাস সময়--; বুথ সাহেব শুনিলেন না। সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করা চাই। সাহেব আশুতোষকে তাঁহার হিতার্থী বন্ধুগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত তিন মহাত্মার ও তাঁহার নাম করিলেন। অধ্যাপক বুথ প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, "ইঁহারা চেষ্টা করিলেই হইবে; তুমি ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ কর।"

আশুতোষ, অধ্যাপক বুথের পরামর্শ মত অবিলম্বে ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বলিলেন। তাঁহারা উভয়েই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, 'এত শীঘ্র কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ছেলেমানুষ—'

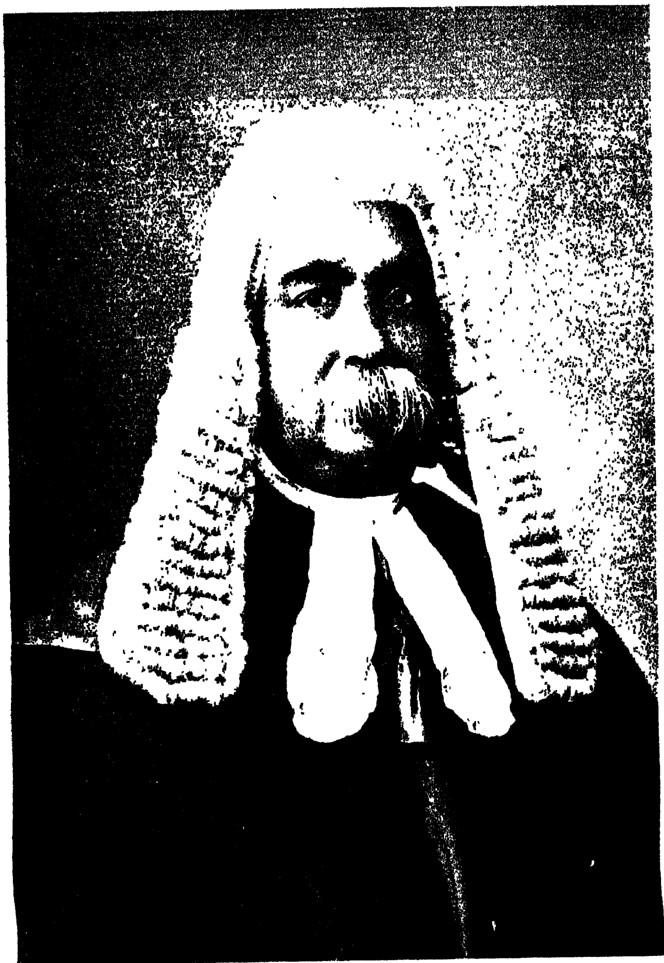
আশুতোষ তৎপরে জাষ্টিস ওকেনেলির সহিত দেখা করিয়া তাঁহার প্রস্তাব জানাইলেন। ওকেনেলি মহোদয় উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন যে তাঁহার যাহা সাধ্য তাহাতে ত্রুটি হইবে না। তৎকালে জাষ্টিস ওকেনেলি মুসলমান শিক্ষা-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও কর্ণেল জ্যারেট উহার সেক্রেটারী ছিলেন। বিচারপতি ওকেনেলি তাঁহাকে ফ্যাকাল্টি অব্ আর্টসের (Faculty of Arts) মুসলমান সভ্যগণের ভোট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলেন, এবং এ বিষয়ে মন্ত্রগুপ্তি যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চের ফ্যাকাল্টি অব্ আর্টসের সভায় পাঁচ জন সিণ্ডিকেটের মেম্বার নির্ব্বাচিত হইবে, এই নোটীশ বাহির হইল। জাষ্টিস ওকেনেলি ইতিমধ্যে স্বদেশে গমন করিলেন। যাইবার সময় আশুতোষকে অনেক সদুপদেশ দিয়া গেলেন ও

নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কর্ণেল জ্যারেটের উপর নির্ভর করিতে বলিলেন। তাঁহাকে তিনি সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছিলেন।

৩০শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে দৈনিক সংবাদপত্রে কর্ণেল জ্যারেটের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইল। আশুতোষ এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তখনই কর্ণেল জ্যারেটের গৃহে গমন করিলেন। সাহেবদের মধ্যে একটী প্রথা আছে যে, কাহারও বাড়ীতে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়া 'কার্ড' রাখিয়া চলিয়া যান। তাহাতে বন্ধুদিগের সহানুভূতিও প্রকাশ পায় অথচ শোকার্ত্ত পরিবারকে অযথা বিরক্তও করা হয় না। আশুতোষ কার্ড রাখিয়া চলিয়া আসিতেই সাহেবের ভৃত্য তাঁহার গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিয়া অসিতেছে, দেখিতে পাইলেন। সাহেব ডাকিতেছেন শুনিয়া আশুতোষ ফিরিলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন কর্ণেল জ্যারেট একটা সোফায় শুইয়া আছেন।

আশুতোষ কুণ্ঠিতচিত্তে কহিলেন, "আমি অদ্যকার সভার কথা কিছুমাত্র মনে করি নাই। আপনার গভীর



কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিবেশে আশুতোষ

শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেই আমি আসিয়াছিলাম। আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না।”

সাহেব সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “ভগবান আমাকে পুত্রটী দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়া গেলেন। কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব।”

“God gave me my son and He has taken him away ; but I must do my duty.”

অপরাহ্ণ ৩টার সময় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া দেখেন, কর্ণেল জ্যারেট তাঁহার মুসলমান মেম্বারগণের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যথাসময়ে সভা আরম্ভ হইল। সভাপতি হইলেন স্যর আলফ্রেড্ ক্রফ্ট্। তিনি যখন দেখিলেন আশুতোষের নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তখন সহসা টনি সাহেবের নাম প্রস্তাব করিলেন। “টনি রেজিষ্ট্রার, স্যর” বলিয়া মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন চীৎকার করিয়া তিরস্কৃত হইলেন। কিন্তু স্যর আলফ্রেডের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। আশুতোষ, কর্ণেল জ্যারেট ও তাঁহার মুসলমান মেম্বারগণের এবং কল্যাণকামী বন্ধুবর্গের সহায়তায় সিণ্ডিকেটের মেম্বার নির্ব্বাচিত হইলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কথা এমন

করিয়া পাঠ করিয়াছেন, যাহার সকল কাগজপত্র পড়িতে পড়িতে অন্য সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া যাইতেন, যাহার সভ্য হইয়া কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা কিশোর বয়স হইতে তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আশুতোষ এতদিন পরে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বার নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ এত অল্প বয়সে সিণ্ডিকেটের মেম্বার নিযুক্ত হইতে পারেন নাই।

আশুতোষ সেই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বহু-ভাবে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যত সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, প্রতি সভার কার্য্যাবলী অতি মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন, এবং প্রতি সভাতেই সমস্ত কাগজ-পত্র পূর্ব্ব হইতে পাঠ করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

আশুতোষের স্বদেশপ্রীতি ও বঙ্গভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষা প্রচলন-চেষ্টা।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি পত্রদ্বারা এণ্ট্রান্স হইতে এম্. এ. পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বঙ্গভাষায় একটি পরীক্ষা লওয়া হউক এবং

বাঙ্গালাভাষায় রচনার পরীক্ষা গৃহীত হউক এই প্রস্তাব করিয়া পাঠান। এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত চারি মাস পরে ১১ই জুলাই এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় স্যর আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্, কে. সি. আই. ই. সভাপতি ছিলেন ও বহু সুপণ্ডিত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। আশুতোষ উপরি উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন, উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার অনুমোদন করেন। তৎপরে সভায় প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। অনেকেই এই বঙ্গভাষা প্রচলন প্রস্তাবটি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। সাহেব ও তদ্‌পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বলিলেন, "বাঙ্গালা কি একটা ভাষা ? বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব। বাঙ্গালার আবার পরীক্ষা !"

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমহাশয়গণ আপত্তি করিলেন, "বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা প্রচলিত হইলে সংস্কৃতের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে।"

মুসলমানগণ আপত্তি তুলিলেন, তাঁহাদের ছেলেরা ভাল বাঙ্গালাও জানে না, ভাল উর্দ্দু কিম্বা পার্শিও জানে না। তাহারা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই পাস করিতে পারিবে না। সুতরাং এই

প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ হইবে।

আশুতোষ তাঁহার প্রস্তাবটি রক্ষা করিবার জন্য এক ঘণ্টা কাল অনলবর্ষী বক্তৃতা করিলেন। বহু যুক্তির অবতারণা করিলেন। এই প্রস্তাব দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর তাহা ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করিলেন। কিন্তু কোন ফলই হইল না। তাঁহার প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কর্ণেল জ্যারেট আশুতোষের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় এমন বক্তৃতা কখনও শ্রবণ করেন নাই বলিলেন, কিন্তু মত প্রকাশ করিবার সময় আশুতোষের বিপক্ষে মত দিলেন। কর্ণেল জ্যারেট, নবাব আবদুল লতিফ, বাবু রজনীনাথ রায়, মহা-মহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন ও নবাব সিরাজুল ইস্‌লাম প্রভৃতি সতের জন সভ্য আশুতোষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। অপর দিকে রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, রেভারেণ্ড ডাঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড, মিঃ আনন্দমোহন বসু এবং পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রমুখ মাত্র একাদশজন সভ্য বঙ্গভাষা প্রচলন পক্ষে আশুতোষের প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিলেন। সুতরাং প্রস্তাবটি গৃহীত হইল না।

কিন্তু আশুতোষ তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না। কোনও বিষয়ে সহজে আশা ছাড়িয়া দেওয়া কিংবা ভগ্নোদ্যম হওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি জানিতেন, সৎকার্য্যে বহু বিঘ্ন আসিয়া জোটে। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন, বঙ্গভাষার যে দৈন্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় প্রবর্ত্তিত না হইলে তাহার সে দৈন্য ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। আশুতোষ ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির সহিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি জড়িত। জগৎকে দূরে রাখিয়া, ঊর্ণনাভের ন্যায় স্বনির্ম্মিত কল্পনাজালের উপর অবস্থিত হইয়া মুদিতনেত্রে সুখ বা উন্নতির আশা করা বৃথা। প্রভাতরবির লোহিতোজ্জ্বল রশ্মিজাল যেরূপ প্রথমে পর্ব্বতশীর্ষে পতিত হইয়া তাহার শৃঙ্গাবলীকে সুবর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত করে এবং ক্রমে ঊর্দ্ধগামী সূর্য্যের কিরণমালায় জগৎ আলোকময় হইয়া উঠে, তেমনি কোনও নূতন আলোক যখন কোন জাতিবিশেষের উপর

পতিত হয়, তখন প্রথম তাহা তাহার শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের উন্নত মনে প্রতিফলিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের মন তদ্দ্বারা আলোকিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত অন্যান্য জাতির অভ্যুদয় দেখিয়া স্বজাতির তদ্রূপ উন্নতি দেখিবার নিমিত্ত আশুতোষের চিত্ত চিরদিন লালায়িত ছিল। আশুতোষ কোনও বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইতে জানিতেন না। তিনি অনুকূল মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন এবং বহুদিন পরে যখন সেই সুসময় আসিল, প্রবেশিকা হইতে এম্. এ. পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার পরীক্ষা গৃহীত হইবে—এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার ফলে অত্যল্পদিন মধ্যেই বিবিধ বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গভারতীর পাদপীঠ নানাবিধ সমুজ্জ্বল রত্নরাজিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

আশুতোষের ছাত্রজীবনের ঘটনাসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে প্রথমে তাঁহার কর্ত্তব্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ লক্ষিত হয়। তাঁহার বালককালের প্রতিজ্ঞা নানা প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতেও তিনি কেমন বর্ণে বর্ণে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন,

দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। তিনি উত্তরকালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির গৌরবান্বিত আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়া তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠপুরুষরূপে বহুকাল উচ্চশিক্ষা-তরণী সুপরিচালিত করিয়া গিয়াছেন ; এতদ্ভিন্ন বহু সোসাইটি, কমিটি, সভা প্রভৃতির কর্ণধাররূপে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। হাইকোর্ট কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি যখন যে স্থানে যাইতেন, তাঁহার আগমনে সেই স্থান বহুকর্ম্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিত। কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, শিষ্টাচার, সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার বাঙ্গালী জাতির আদর্শস্থল। তাঁহার গৃহের দ্বার সর্ব্বপ্রকার সাহায্যপ্রার্থীর জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। যাঁহারা ইংরাজীশিক্ষিত ও তৎসহ কমলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাঁহারা প্রায়ই সাহেবী আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে ও সর্ব্ববিধ লোকাচারে চিরদিন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যেক

জিনিসটিকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাহা লইয়া গৌরব করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

আশুতোষের কার্য্যের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা, শৃঙ্খলা ও সংযম। সাধক যেমন জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ-পূর্ব্বক মনকে একলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া ঈপ্সিত ফল লাভ করেন, আশুতোষও যখন যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেন, তেমনি একান্ত আগ্রহে, একান্ত যত্নে ও অক্লান্ত অধ্যবসায়-সহকারে তাহার সাধনা করিতেন। বৃথা চিন্তা কিংবা অযথা ভয় তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। এই সর্ব্বদাভীত, নিরাশাপূর্ণ ও আলস্যপ্রিয় জাতির মধ্যে এমন একান্ত নির্ভীক, মহাতেজস্বী, নিরালস্য, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন মহামনস্বী কর্ম্মবীরের কেমন করিয়া আবির্ভাব হইল তাহা প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য।

এই যে মহাপুরুষ যাঁহাকে হারাইয়া পরিচিত অপরিচিত, শত্রু মিত্র, ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ সমস্বরে হাহাকার করিতেছে, তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র আমরা দেখিতে পাইলাম, তাঁহার মহান্ আদর্শ ও তৎপ্রতি

বদ্ধৈকলক্ষ্য হইয়া ঐকান্তিক সাধনা। দেখিতে পাইলাম—মন যাঁহার সবল, কর্ত্তব্য সাধনে যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অমূল্য মুহূর্ত্তসকল লইয়া মানবজীবন ইহা যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, এ জগতে তাঁহার উন্নতি-স্রোত কেহ রোধ করিতে পারে না। আশুতোষের কর্ম্মপূত জীবনের অমৃতময় প্রভাব এবং তাঁহার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদের বিমল জ্যোতি এদেশবাসী যুবক-সম্প্রদায়কে প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিক, ইহাই প্রার্থনা।

পরিশিষ্ট

কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত আভাস

১৮৯৮—ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও "Law of Perpetuities in British India" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৮৯৯-১৯০৩—বঙ্গীয় ও ভারতীয় আইন সভায় প্রবেশ করেন ও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৯০৪—লর্ড কার্জ্জনের ইউনিভারসিটি কমিশনের সদস্য-রূপে বর্ত্তমান ভারতীয় ইউনিভারসিটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই বৎসরই তাঁহার বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের আকাঙ্ক্ষা কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

১৯০৬-১৯১৪—উপর্য্যুপরি চারিবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে ঐ পদে অন্য কেহ একাদিক্রমে আট বৎসর কার্য্য করেন নাই।

১৯১৭-১৯১৯—কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশনের (স্যাড্‌লার কমিশনের) মেম্বররূপে কার্য্য করেন।

১৯২০—অস্থায়িভাবে কয়েকমাস কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতির কার্য্য করেন।

১৯২১-১৯২৩—পঞ্চমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার নিযুক্ত হন।

এতদ্ভিন্ন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতি বহু সভা-সমিতির কর্ণধাররূপে তাহাদিগের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" বিভাগ সৃষ্টি তাঁহার অসামান্য স্বদেশহিতৈষণা ও গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৯২৩—৩১শে ডিসেম্বর তিনি কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২৪—ডুমরাওনের মহারাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার পক্ষে একটী মোকদ্দমা লইয়া তিনি পাটনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে তিন দিন মাত্র রোগ ভোগ করিয়া ২৫শে মে, রবিবার, সন্ধ্যার পর পাটনাতেই স্বর্গারোহণ করেন।

আশুতোষের উপাধি-তালিকা

রাজদত্ত—নাইট্, সি. এস. আই.

বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ—এম্. এ., ডি. এল.

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত—ডি. এস-সি., পি-এইচ্. ডি.
(Honoris Causa)

বিলাতের বিজ্ঞানসভা-প্রদত্ত—এফ্. আর. এ. এস্.,
এফ্. আর্. এস্. ই.

নবদ্বীপ ও ঢাকা সারস্বত পণ্ডিতসমাজ-প্রদত্ত—সরস্বতী;
শাস্ত্রবাচস্পতি।

বৌদ্ধসঙ্ঘ-প্রদত্ত—সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী।

সমস্তগুলি উপাধি লইয়া তাঁহার নাম এইরূপে লিখিত হইত ঃ

The Hon'ble Justice Sir Asutosh Mookerjee, Saraswati, Sastravachaspati, Sambuddhágamachakravarti, Kt., C.S.I , M.A., D.L., D.Sc., Ph.D., F.R.A.S., F.R.S.E.

"আশুতোষের ছাত্রজীবন" সম্বন্ধে অভিমত

দেশপূজ্য আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কে-টি., সি.আই.ই., ডি.এস-সি., পি-এইচ. ডি., মহোদয় লিখিয়াছেন:

"আশুতোষের ছাত্রজীবন" আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। শৈশব হইতে আশুতোষের ছাত্রজীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার প্রাণ ইহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। এই কারণে পুস্তকখানি মহামূল্য, শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের ছাত্রজীবন পাঠ করিয়া বাংলার ছাত্রবৃন্দ অনেক উপদেশ লাভ করিবেন। আশা করি এই পুস্তক প্রত্যেক পাঠাগারে, এমন কি শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান লাভ করিবে।

বঙ্গভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব ডিন অব্ দি ফ্যাকাল্টি অব্ ল, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম.এ., ডি. এল., মহাশয় লিখিয়াছেন:

আপনার "আশুতোষের ছাত্রজীবন" পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। যে মহাপুরুষের অকালমৃত্যুতে আজ সমগ্র দেশ শোকাচ্ছন্ন, তাঁর জীবনের সব কথা জানিবার জন্যই দেশের লোকের একান্ত আগ্রহ। বিশেষ ভাবে লোকে জানিতে চাহিবে

যে কি প্রক্রিয়ায় এত বড় একটা জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। আপনি সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য যে উপাদান সুন্দর সরল ভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার চেষ্টা যে সম্যক্ পুরস্কৃত হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আশুতোষের ছাত্রজীবন পাঠ করিতে চাহিবে দুই শ্রেণীর লোক; এক শ্রেণীর লোক বাঙ্গালার যুবকমণ্ডলী—যাঁহারা এই মহাপুরুষের জীবনকে আদর্শ করিয়া আপনার জীবন যতদূর সম্ভব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন। আপনি তাঁর জীবনী এই শ্রেণীর পাঠকদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, এবং এই দিক হইতে আপনি পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন। আর এক শ্রেণীর লোক স্যর আশুতোষের জীবন আলোচনা করিয়া তাঁর ছাত্র-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারা, এই মহৎ জীবনের পদে পদে স্ফুরণ বিশদভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন। তাঁহাদের জন্য আপনি এ বই লেখেন নাই। তাঁহাদের পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে হইলে,তাঁর ছাত্রজীবনের যে বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহা কোন দিন হইবে কি না জানি না। কিন্তু আপনি পরলোকগত মহা-পুরুষের জীবনের সহিত যে রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয় এ কাজও আপনার হাতেই সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইবে। আশা করি ভবিষ্যতে আপনিই একাজ করিবেন।

আপনার ভাষা সরল, ওজস্বী ও সুন্দর। ইহার দ্বারা আপনার কথাবস্তুর সম্যক্ বিকাশের সহায়তা হইয়াছে। আপনার চেষ্টা সর্ব্বাংশে সার্থক হইয়াছে।

Forward, 26th July, 1924 :

Srijut Atulchandra Ghatak deserves the thanks of the whole Bengali-speaking community for his book on the student-life of Asutosh (Asutosher Chhatrajivan). The publication of the book so closely following the death of the greatest educationist in India is bound to be of interest alike to the students and their guardians. We have finished the book at one sitting and at the end the only complaint that we had against the author was that he gave us so little. Indeed the anecdotes with which the book abounds are so helpful in knowing the child-Asutosh, the father of the Asutosh so intimately known in Bengal. The book is bound to have an extensive sale, the price being only rupee one.

প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩১ :

* * * এই পুস্তক পাঠ করিলে ছাত্রগণ একজন পরবর্ত্তিকালে প্রখ্যাতনামা বিশিষ্ট ছাত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন, এবং এই বিরাট্ প্রতিভাবান্ পুরুষের অনুসরণ করিয়া যদি তাঁহারা ছাত্রজীবনে সাফল্য লাভ করিয়া কর্ম্মজীবনে তাঁহাদের আদর্শপুরুষের শক্তিমত্তার শতাংশ মাত্রও পরিচয় দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা ধন্য হইবেন, তাঁহাদের জাতি ও দেশ ধন্য হইবে। এই জন্য এই পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। * * *

বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩৩১, সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্.এ., ডি. লিট্. (লণ্ডন) সুদীর্ঘ সমালোচনা মধ্যে লিখিয়াছেন :

আশুতোষের মৃত্যুর পরই যোড়াতাড়া দিয়া যেন তেন প্রকারেণ লেখা বই এখানি নহে। বহুবর্ষ পূর্ব্বের প্রস্তুত শ্রদ্ধাঞ্জলি মহাপুরুষের তিরোধানের পরে অশ্রুসিক্ত করিয়া তাঁহারই পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে এখন অর্পিত হইল। * * এই বইয়ে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, আশুতোষের ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখকের জন্য তাহা অমূল্য ভাণ্ডার হইয়া সঞ্চিত রহিল।

দৈনিক বসুমতী, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৩১ :

* * * অতুলবাবু এই বইখানিতে বিশেষ নিপুণতা-সহকারে আশুতোষের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা-প্রণালীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালার প্রতি গৃহে এই পুস্তক স্থান লাভ করুক। এই গ্রন্থের আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী বালক জীবনের পথে অগ্রসর হউক, বাঙ্গালার দুর্দ্দিন অচিরে দূর হইবে।

হিতবাদী, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৩১ :

* * এই গ্রন্থখানি যে সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে, তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। ঘটনার সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খল সমাবেশে আলোচ্য গ্রন্থ সত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আশুতোষের

ছাত্রজীবন বাস্তবিকই আদর্শ ছাত্রজীবন। স্থতরাং এ জীবনকথা যে ছাত্রমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য, একথা বলাই বাহুল্য। পাঠক সমাজে এ পুস্তকের আদর হইলে আমরা স্থখী হইব। * *

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৩১ :

* * * যিনি উত্তরকালে বহুমুখী প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। ভবিষ্যৎবংশীয়দের শিক্ষা ও আদর্শের জন্যও তাহা বিবৃত করা প্রয়োজন। গ্রন্থকার অতুলবাবু সেই কার্য্য করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আমরা আশা করি শিক্ষিত সমাজে বিশেষতঃ ছাত্রদের মধ্যে এই গ্রন্থ খুব সমাদর লাভ করিবে। * *

নায়ক, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩১ :

বাঙ্গালার ব্যাঘ্রের মহাপ্রয়াণের পর অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিবিধ দিক্ অবলম্বন করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু অতুলবাবুর এই বইখানিতে যাহা আছে তাহা এযাবৎ নানাস্থানে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধের কোনটিতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। * নিপুণ চিত্রকরের মত অতুলবাবু এই গ্রন্থে সেই বিরাট পুরুষের অতুলনীয় শক্তির ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। * * ইহা যে একটী অমূল্য বস্তু হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ছাপা, বান্ধাই, ছবি সকলই

অতি সুন্দর। দামও মাত্র এক টাকা, সুতরাং কোন বাঙ্গালী ছাত্রেরই এই গ্রন্থপাঠে বঞ্চিত হইবার কারণ নাই।

Amrita Bazar Patrika, August 3, 1924:

* * * In this book one is sure to find the magnificent story of an Indian student who strove to learn all that was best in every culture irrespective of religion and nationality and yet remained faithful to what he considered to be the best in his own traditions. Such a book, we are confident, would be welcomed by the Bengali-reading public, who have fewer opportunities of a careful analysis of the lives of their great men laid before them than the public in western countries, are accustomed to. The book has been nicely got up, paper, printing and binding being very good.